CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 26 January, 2020 ■ আগরতলা, ২৬ জানুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ১১ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক নতুন ভারতের উত্থানের সাক্ষী থাকবে ঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। ভারত তথা নতুন প্রজন্মের অগ্রগতির সাক্ষী হয়ে থাকবে নতুন দশক। শনিবার সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। পাশাপাশি সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যও যথাথ ভাবে পালন করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

এদিন রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক নতুন ভারতের উত্থানের সাক্ষী থাকবে। চলতি শতাব্দীতে যারা জন্মেছে, তারাই জাতীয় বিষয়গুলিকে সদর্থক অংশগ্রহণ করবে। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে তরুণ প্রজন্ম অনেক বিষয়ে তথ্যের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ। তাদের কাছে দেশই প্রথম। তাদের মধ্যে দিয়েই নতুন ভারতের সূচনা হবে।

সাংবিধানিক মূল্যবোধের

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্ সন্ধ্যায় শনিবার জাতির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ভাষণ রাখেন। ছবি-পিআইবি।

উপর আলোকপাত করে তিনি জানিয়েছেন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে ভারতের সংবিধান। পাশাপাশি সাম্য, মৈত্রী, ন্যায়, একতার প্রতি দেশবাসীর দায়িত্ববোধকে স্মরণ করিয়ে দেয় সংবিধান। জাতির জনকের জীবন ও জীবনবোধ অনুসরণ করে চললে এই কর্তব্য পালন করা সহজ হয়ে যায়। গান্ধীজির আদর্শ ও বাণী আজও দেশগঠনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। পাশাপাশি গণতন্ত্রে জনগণের হাতেই যে মূল ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরোধীদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার এবং বিরোধীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের অগ্রগতি এবং জনগণের সার্বিক উন্নয়ন দুই পক্ষের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্পের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রপতি। উজ্জ্বলা যোজনা, স্বচ্ছ ভারত সহ একাধিক প্রকল্পের সাফল্য নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেছেন তিনি।

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন বেনিচন্দ্র জমাতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। শিক্ষা ও সাহিত্যে পদ্মশ্রী পাচ্ছেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বেনিচন্দ্র জমাতিয়া। এদিকে, সমাজসেবায় অসাধারণ অবদানের জন্য পদ্মবিভূষণ (মরণোত্তর) সম্মানের জন্য প্রয়াত তিন কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অরুণ জেটলি, প্রয়াত বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং বাজপেয়ী জমানার প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রয়াত জর্জ ফার্নান্ডেজ।

অন্যদিকে খেলোয়াড় হিসেবে পদ্মবিভূষণের জন্য নাম ঘোষণা করা হয়েছে মেরি কম। উদ্যোগপতি হিসেবে পদ্মভূষণ পাবেন আনন্দ মোহিন্দ্রা। ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখজনক অবদানের জন্য পদ্মভূষণ সম্মান দেওয়া হবে পি ভি সিন্ধুকে। মরণোত্তর পদ্মভূষণ সম্মানের জন্য মনোহর পারিক্করের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য পদ্মশ্রী সম্মান পেতে চলেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত, একতা কাপুর, আদনান স্বামী এবং করণ জোহর।

প্রজাতন্ত্র দিবসে বন্‌ধের ডাক দিল পূর্বোত্তরের জঙ্গীদের সম্মিলিত মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছয়টি উগ্রপন্থী সংগঠনের সম্মিলিত মঞ্চ 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ওয়েস্টার্ন সাউথ-ইস্ট এশিয়া' (ইউএনএলএফডব্লিউ) আগামীকালের ৭১-তম প্রজাতন্ত্র দিবস বর্জন করে এদিন বারো ঘন্টার 'সম্পূর্ণ বনধ'-এর ডাক দিয়েছে। সে অনুযায়ী আগামীকাল রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সকাল ৬-টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 'সম্পূর্ণ বনধ' পালন করতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনগুলি। যদিও ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির আরক্ষা প্রশাসনের তরফ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা তল্লাসী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি হতে চলেছে আসাম রাইফেলস ময়দানে। রবিবার এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে শহরে যানবাহন চলাচলে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি রেলস্টেশন, এয়ারপোর্ট, মোটরস্ট্যান্ড, আন্তরাজ্য বাস টার্মিনাসেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে যথাক্রমে মণিপুর ভিত্তিক কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি), কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপ (কেওয়াইকেএল), মেঘালয়ের হিনিউত্রেপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল (এইচএনএলসি), ত্রিপুরার ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব তিপ্রা (এনএলএফটি), অসম ও পশ্চিমবঙ্গের কমতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও) এবং অসমের পিপলস ডেমোক্র্যাটিক কাউন্সিল অব কারবি লাংপি (পিডিসিকে)।

আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবস বর্জনের ডাক দিয়ে যৌথ বিবৃতিতে 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ওয়েস্টার্ন সাউথ-ইস্ট এশিয়া' বলেছে, "ভারতের সংযুক্ত সরকারের এজেন্সিগুলো এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাজ্যগুলির সরকারগুলি আগামীকাল এই অঞ্চলে গণতন্ত্র দিবস আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই গণতন্ত্র দিবস পালনের পরিকল্পনা এই অঞ্চলের কাছে সম্পূর্ণ সংগতিহীন। কারণ এই অঞ্চলের নাগরিকদের প্রকৃত গণতন্ত্র ভোগ করতে দেওয়া হয় না। তথাকথিত ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান উত্তরপূর্বীয় জনগণকে এর বলে কোনও স্বাধীনতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের এই অঞ্চলের ভারতীয় শাসকরা তাত্ত্বিকভাবে প্রজাতান্ত্রিক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসবিআই'র সিএমসি শাখায় টাকা হাপিজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। উনকোটি জেলার কৈলাসহরের বাবুর বাজারে এসবিআই'র সিএমসি শাখা থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী ভোক্তাদের আমানতের টাকা হাফিজ করে চলেছে বলে গুরুতর অভিযোগ মিলেছে। অভিযুক্ত ব্যাঙ্ককর্মী আসরাফ হোসেনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভোক্তাদের গায়েব হয়ে যাওয়া টাকা অবিলম্বে ফেরত দেবার দাবি উঠেছে। এ ব্যাপারে ইরানী থানায় সুনির্দিষ্ট মামলাও দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোক্তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এসবিআই'র যুবরাজনগর সিএমসি থেকে ভোক্তাদের টাকা হাফিজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্যাসের চাহিদা পূরণে রাজ্যে আরও ১১৫টি কূপ খনন করবে ওএনজিসি

বিনিয়োগ হবে ৩,২০০ কোটি টাকা

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি (হিঃসঃ)।। রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা পূরণে আরও ১১৫টি কূপ খননের পরিকল্পনা নিয়েছে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি)উ এর জন্য ৩,২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থা। সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি দিয়েছে ওএনজিসি।

রাজ্যে ওএনজিসি-র গ্যাস উৎপাদন অনেকটা বেড়েছেউ তবুও প্রয়োজন মেটাতে ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে চারটি। পালাটানায় ওটিপিসি, রামচন্দ্রনগরে নিপকো, রুখিয়া এবং বড়মুড়ায় ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রায়ই গ্যাসের ঘাটতির অভিযোগ উঠেছে। তাছাড়া, গ্যাসের অভাবে সার কারখানাও স্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রাজ্যে ভূ-গর্ভস্থ প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাব। কিন্তু সেই গ্যাস উত্তলনের প্রতিকূলতায় বিরাট ক্ষতি হচ্ছে ত্রিপুরার। কারণ, ইদানীং পাইপলাইনে বাড়ি বাড়ি গ্যাস সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। রান্নার কাজে সেই গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা আরও বেড়েছে।

সম্প্রতি ওএনজিসি রাজ্যে গ্যাস উত্তলনে আরও কূপ খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১১৫টি স্থান চিহ্নিত করেছে ওই সংস্থা। কূপগুলি খননে ৩,২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওএনজিসি। আগরতলার ডোম, বড়মুড়া, কোনাবন, মানিক্যানগর, সুন্দলবাড়ি এবং সোনামুড়ায় কূপ খননের স্থান চিহ্নিত হয়েছে।

২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মেয়াদে ওএনজিসি-র গ্যাস উৎপাদন ২.৬২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১,১৭৪ এমএমএসসিএম। আগামী ১৫ বছরে ওএনজিসি ত্রিপুরা অ্যাসেট ৫ লক্ষ এমএমএসসিএম গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংস্থার জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা পূরণের পরিকল্পনা নিয়েছে ওএনজিসি। তাই ত্রিপুরায় গ্যাস উত্তোলনের জন্য আরও কূপ খননে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আখাউড়া সীমান্তে বিএসএফকে শুভেচ্ছা জানায় বিজিবির জওয়ান ও আধিকারীকরা। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

রাজ্যে ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন, প্রত্যেক পরিবারের হিসাব সংগ্রহের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনে চুক্তি হওয়ার সাথে সাথেই তাঁদের গণনার কাজ শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ছয়টি শরণার্থী শিবিরে ব্রু-দের গণনার কাজ শুরু করেছে রাজস্ব দফতর।এ-বিষয়ে ব্রু শরণার্থী সংগঠনের নেতা সাবিবুঙ্গা বলেন, গণনার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এদিকে, কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য জানিয়েছেন, ১৮ জানুয়ারি থেকে গণনার কাজ শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সাল থেকে মিজোরামের ব্রু জনজাতির মানুষ ত্রিপুরায় শরণার্থীর জীবনযাপন করছেন। কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগর মহকুমায় মোট ছয়টি শিবিরে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন। দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে ওই সমস্যার স্থায়ী কোনও সমাধান হচ্ছিল না। কারণ, একাধিকবার ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিবার নানা জটিলতার কারণে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ভেস্তে গিয়েছে।

অবশেষে গত ১৬ জানুয়ারি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কারণ ত্রিপুরা সরকারই তাঁদের স্থায়ী পুনর্বাসনে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে ত্রিপুরা সরকারকে ৬০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা দিয়েছে।

কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য জানিয়েছেন, ব্রু শরণার্থীদের গণনা শেষ হতে আরও অন্তত ১০ দিন সময়ের প্রয়োজন। তিনি জানান, প্রত্যেক পরিবারে কতজন সদস্য রয়েছেন তাঁদের হিসাব সংগ্রহ করা হচ্ছে। রাজস্ব দফতর ওই হিসাব সংগ্রহ করছে, জানান মহকুমাশাসক।

পদক পাচ্ছেন রাজ্যের সাতজন পুলিশ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্যের সাতজন পুলিশ কর্মী ও অফিসার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

২৬ জানুয়ারি, রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাগরণ ও রেণুবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই সোমবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

শহর এলাকায় ২২,৫০০ প্রিপেইড বৈদ্যুতিক মিটার বসানোর কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। শহরাঞ্চলে প্রথম পর্যায়ে আইপিডিএস প্রকল্পের অধীন ২২ হাজার ৫০০ প্রিপেইড মিটার বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই মিটার ক্রয় করা হয়েছে। শহরাঞ্চলে ৯-টি ইলেকট্রিক্যাল সার্কলে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমস্ত মিটার বসানোর কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে বিদ্যুৎ নিগম।

প্রসঙ্গত, গত ১৬ জানুয়ারি নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড় এম এস কেলে-র পৌরোহিত্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই বৈঠকে আইপিডিএস প্রকল্পের অন্তর্গত প্রথম পর্যায়ে ২২ হাজার ৫০০ প্রিপেইড মিটার বসানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

বিদ্যুৎ নিগম সূত্রে জানা গেছে, আগরতলার শ্রীপল্লী ফিডার এলাকায় ৩৩৭২টি, জিরানিয়া ফিডারে ২৫২৮টি, তেলিয়ামুড়া ফিডারে ১৫০০টি, উদয়পুর এবং বিশালগড় বাজার ফিডারে ৩০০০টি, কুমারঘাট ফিডারে ২২০০টি, ধর্মনগর ফিডার নম্বর ১-এর অধীনে এবং আমবাসা ফিডারে ২৫০০টি এবং বিলোনিয়া ফিডার নম্বর ২-এর অধীনে ১৯০০টি মিটার বসানো হবে।

সেই মোতাবেক বিদ্যুৎ নিগম এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তাতে, আইপিডিএস প্রকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত সমস্ত ডিজিএমদের প্রিপেইড মিটার সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ওই মিটারগুলি বসানো সুনিশ্চিত করার জন্যও বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ওই মিটারগুলি বর্তমানে পোস্টপেইড ভিত্তিতে চলছে। এদিকে, প্রতি প্রিপেইড মিটার বসানোর জন্য ১১৮ টাকা করে দিতে হবে ভোক্তাদের।

যাত্রী ভিড় এড়াতে ব্যুরো অব ইমিগ্রেশন দায়িত্ব নেবে আগরতলা আইসিপির

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি (হিঃসঃ)।। ওপার বাংলা থেকে ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে মানুষের যাতায়াত বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে ইমিগ্রেশন ভিড় প্রতিদিনের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, যাত্রী ভিড় এড়াতে এবং মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে ব্যুরো অব ইমিগ্রেশন দায়িত্ব বুঝে নেবে। এতে ইমিগ্রেশনে সময় কম লাগবে বলে দাবি করেছেন ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র।

তাঁর আশ্বাস, এক মাসের মধ্যে ওই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে আমদানিকৃত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর গুণমান পরীক্ষার জন্যও স্থায়ী সমাধান করা হবে। তাঁর দাবি, অ্যানিম্যাল কোয়ারেন্টাইন স্থায়ী অফিস পুরো উদ্যমে চালু করার জন্য কৃষি মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব

আগরতলাস্থিত আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট। ছবি নিজস্ব।

ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হিসেবে নয়া দায়িত্ব পেয়েছেন আদিত্য মিশ্র। শনিবার তিনি আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) ঘুরে দেখেছেন। আইসিপি-র ম্যানেজার দেবাশিস নন্দি তাঁকে বিভিন্ন কাজকর্ম ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। সাথে তিনি আইসিপি-র আরও উন্নয়নে সবিস্তারে বৈঠক করেছেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আরও দুটি স্থানে আইসিপি স্থাপনের কাজ চলছে। শ্রীমন্তপুর এবং সাবরুমে আইসিপি স্থাপন করা হবে। তাঁর কথায়, শ্রীমন্তপুর-এ ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন থেকে আইসিপি-তে উন্নীত করার কাজ চলছে। তাঁর দাবি, এক মাসের মধ্যে শ্রীমন্তপুর আইসিপি তৈরি হয়ে যাবে।

আদিত্য মিশ্র বলেন, আইসিপিগুলিতে পরিষেবা আরও উন্নত করার চিন্তাভাবনা চলছে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, সেগুলি সমাধানের পথ খুঁজে বের করা হয়েছেউ তাঁর বক্তব্য, শ্রীমন্তপুরে যাত্রী সমাগম এবং বাণিজ্য দুটোই হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে আইসিপি-তে পরিষেবা উন্নয়নের প্রশ্নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে আজ তিনি আগরতলা আইসিপি ঘুরে দেখেছেন। কভার ড্রেন নির্মাণ-সহ কাফেটারিয়া ইত্যাদির নির্মাণ কাজের স্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন তিনি। আদিত্য মিশ্র বলেন, আপাতত আগরতলা আইসিপি-তে বড় তেমন সমস্যা নেইউ তবে, ছোটখাটো কিছু সমস্যা রয়েছে, তা সহজেই সমাধান করে হবে। তিনি স্বীকার করেছেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গারদে চানাচুর বিক্রেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীর শ্লীলতাহানির দায়ে চানাচুর বিক্রেতা এক ব্যক্তিকে গারদে পুড়ল পুলিশ। অভিযুক্তের নাম কৃষ্ণ সাহা। তার বিরুদ্ধে পূর্ব মহিলা থানায় পকসো ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। সামাজিক অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করেছে।

রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে মহারাণী তুলসীবতী স্কুলের সামনে নাতনীসম তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে চানাচুর ওয়ালা বৃদ্ধ। অভিযুক্তের নাম কৃষ্ণ সাহা। বাড়ি প্রতাপগড় এলাকায়। শিশুটি যখন স্কুল ছুটির পর অটো ওয়ালার জন্য স্কুল গেইটের সামনে চানাচুর ওয়ালার দোকানের সামনে অপেক্ষা করত তখনই পরপর বেশ কয়েকদিন শিশুটির শ্লীলতাহানি করে ওই বৃদ্ধ চানাচুর ওয়ালা। বিষয়টি কাউকে জানালে বিপদ হবে বলে ভয় দেখাত। সে কারণে কয়েকদিন ধরে শিশুটি স্কুলে আসছিল না।

স্কুলে না আসায় তার মা চাপাচাপি করলে মায়ের কাছে সে ঘটনাটি বলে। শনিবার সকালে শিশুটির মা, মামা সহ অন্যান্য কয়েকজন মিলে স্কুলের সামনে আসেন। চানাচুর ওয়ালাকে আটকে রেখে স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষিকাকে বিষয়টি জানান। চাঞ্চল্যকর ঘটনায় রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেন স্কুল কর্তৃপক্ষও। তিনি স্কুল গেইটে এসে চানাচুর য়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে ঘটনা অস্বীকার করার চেষ্টা করে।

বিষয়টি পূর্ব মহিলা থানায় পুলিশ ও শিশু কমিশনের চেয়ারম্যানকে জানানো হয়। পুলিশ এবং শিশু কমিশনের চেয়ারপার্সনও সেখানে ছুটে যান। শিশু কমিশনের চেয়ার পার্সন শিশু ও তার অভিভাবকের সঙ্গে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অবহিত হন। অভিযুক্তের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ১০৮ ◘ ২৬ জানুয়ারি ২০২০ইং ◘ ১১ মাঘ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্র শক্তি হারাইয়াছে

সাধারণতন্ত্র দিবস। ভারত আজ প্রজাতন্ত্রের ৭১তম বর্ষ পালন করিতেছে। এই অনুষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের হইলেও প্রজাসাধারণের অংশগ্রহণ এখন আর তেমন নাই। সরকারী উদ্যোগেই হয় প্রজাতন্ত্র দিবস পালন। এক সময় সুদূর অতীতে এই প্রজাতন্ত্র দিবস নিয়াই দেশজুড়িয়া জন অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান জনগণের অনুষ্ঠান হইয়া উঠিত। সেইদিন এখন অতীত। এখন আর প্রজাতন্ত্র দিবস নিয়া তেমন মাতামাতি নাই। প্রজাতন্ত্র দিবসেই সংবিধান দিবস পালনের ডাক দিয়াছে বিরোধী দলগুলি। দেশের সংবিধান রক্ষায় আজ আমরা কতখানি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়া চলিয়াছে? প্রতিনিয়ত সংবিধানের উপর আক্রমণ আমরা কতখানি প্রতিহত করিতে পারিতেছি। এই প্রশ্ন আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। আজ দেশজুড়িয়া চলিতেছে সিএএ বিরোধী আন্দোলন। এত আন্দোলন, গণ বিদ্রোহ সত্বেও তাহা পদদলিত হইতেছে। বাধ্য হইয়া শতাধিক মামলা শীর্ষ আদালতে হইয়াছে। শীর্ষ আদালত নিশ্চয়ই তাঁহার সুচিন্তিত রায় ঘোষণা করিবেন। কিন্তু, তাহা সময় সাপেক্ষ ব্যাপর। এমনি এক পরিস্থিতির মুখে দাঁড়াইয়া প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হইতেছে। একথা আজ স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেশ আজ এক বিরাট অস্থিরতার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। গণতন্ত্র দিবসে গণতন্ত্রের জন্য আমরা কতখানি গর্ববোধ করিতে পারি? সংবিধান চালুর ৭১ বছরে আমাদের দেশ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কতবেশী শক্তিশালী হইয়াছে? গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ হইলেও শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়িয়া উঠে নাই। গণতন্ত্র সেই বিত্তশালী, ক্ষমতাশালী, পেশী শক্তি এবং সরকারী শক্তির কাছে কার্যত বন্দী হইয়াই আছে। এই বন্দীত্ব সহজে ঘুচিবে মনে হয় না। এই পরিস্থিতির মুখে দাঁড়াইয়াই আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করিতেছি।

প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল আবেদনই হইল প্রজানুরঞ্জন, প্রজার বা নাগরিকের অধিকার। সংবিধানে মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার কতখানি আছে। সেই অধিকার কি বিভিন্ন ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে না? ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থায় তো নাগরিকের মৌলিক অধিকার ভুলুণ্ঠিত হইয়াছে। আজও সেই কালো দিনের কথা আমরা ভুলিতে পারি নাই। আজকের পরিস্থিতিকে তো অনেকে জরুরী অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিতেছেন। এই যখন পরিস্থিতি তখন প্রজাতন্ত্রের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে আমরা নীরব নিস্তব্ধ থাকিতে পারি? স্বাধীনতা গণতন্ত্রের জন্য যেসব বীর সন্তানেরা শহীদ হইয়াছে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের পুলিশের অত্যাচারে যাহারা দীর্ঘ বন্দীত্ব কাটাইয়াছেন তাহাদের স্বপ্ন কি এই ভাবেই ধুলায় গড়াগড়ি যাইবে? সেই সময় আসিয়াছে, কঠিন সময়ে, দেশের দূর্যোগে দেশ রক্ষার শপথ কি আমরা নিতে পারিতেছি। দুঃসময়ে, সংকটকালে প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিককে হাত পা গুটাইয়া নিশ্চল হইয়া থাকিবার মধ্যে সংকট উত্তরণ হইতে পারে না। দেশ আজ এক কঠিন পরীক্ষার মুখে। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ভয়ানক বিপদ গ্রাস করিবে সন্দেহ নাই।

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম তো দেশে দেশে হইয়াছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে তো গণতন্ত্রকে জবাই করা হইয়াছিল। স্বাধীনতার পরে পরেই ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে হত্যা করে। তাঁহার রক্তের উপর দাঁড়াইয়াই তো দেশ জুড়িয়া কায়েম হয় সামরিক শাসন। অনেক লড়ই সংগ্রামের মধ্য দিয়া সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও মুক্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে এমন বলিবার জো নাই। আমাদের নিকট প্রতিবেশী পাকিস্তানের অবস্থাও তো তথৈবচ। সেখানে তো অধিকাংশ সময়ই চলে সামরিক শাসন। গণতন্ত্র সেখানে তেমন শক্তিশালী হইতে পারে নাই। সেই পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়স্থল হিসাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। এই ভারত উপমহাদেশে গণতন্ত্র কোথায়? সেই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ভারতই বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের গান গাহিয়া যে শক্তিশালী ভারত গড়িয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' এই স্বপ্ন কি কোনও দিন পূরণ হইবার নহে। আজ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম যত বেশী প্রাণ পাইবে ততই শক্তিশালী মজবুত দেশ গড়িয়া উঠিবে। কারণ শক্তিশালী গণতন্ত্রই এই দেশের প্রাণশক্তি। এ কথা তুলিয়া গেলে চলিবে না। গণতন্ত্র দুর্বল হইলে দেশ দুর্বল হইবে।

দুই বিভাগের ''অন্তর্দন্দ্ব'', খুলল না অফিস, বুদবুদ চক্রের প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন অনিশ্চিতয়তার মুখে

দুর্গাপুর, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.) : ছুটির দিন জরুরীকালীন অফিস চালু রেখে রোপা ফিক্সেশনের কাজের নির্দেশিকা। সাব- ইন্সপেক্টর সহ কর্মীরা আসলেন। দুই বিভাগের অন্তর্দন্দ্বে তালা খুলল না অফিসের। আর তার জেরে লাটে উঠল জরুরী কাজ। অনিশ্চিয়তার মুখে পড়ল প্রায় ১৭০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মাস মাইনে। দুঃশ্চিন্তায় অফিসে এসেও কার্যত সই না করেই ফিরতে হল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। শনিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পুর্ব বর্ধমানের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক করন বুদবুদ চক্রের।ঘটনায় জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রোপা ফিক্সেশন ২০১৯ বেতনক্রম জানুয়ারী থেকে লাগুর নির্দেশিকা জারি হয়। সেই মতো শনি ও রবিবার ছুটির দিন জরুরীকালীন অফিস চালু রেখে ওই কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশিকা জারি জেলা স্কুল পরিদর্শক করন। নির্দেশ মত বুদবুদ চক্রে সাব- ইন্সপেক্টর (এসআই স্কুল) নিজের কর্মীদের অফিসে আসার নির্দেশিকা জারি করে। শনিবার নির্দেশ মতো সাব-ইন্সপেক্টর জয়ন্ত বর্মন সহ তার আরও দুই সহকর্মী হাজির হন বুদবুদ চক্রের অফিসে। কিন্তু অফিসের চাবি যার কাছে, সেই সর্বশিক্ষা মিশনের শিক্ষাবন্ধু, গ্রুপ-সি কর্মীরা অফিসে না আসায় তালা খুলল না বলে অভিযোগ। আর তার জেরে জরুরী কাজকর্ম উঠল লাটে। দিনভর অফিসের বাইরে বসে দিন কাটালেন সাব-ইন্সপেক্টর (স্কুল) সহ তার সহকর্মীরা।বুদবুদ চক্রের সাব-ইন্সপেক্টর জয়ন্ত বর্মন জানান,' নোটিশ পাওয়া মাত্রই সকলকে জরুরীকালীন অফিসে আসার এবং কাজের বিষয়টি নোটিশ মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। তবুও যাদের কাছে চাবি থাকে, সেই সর্বশিক্ষা মিশনের ওই কর্মীরা অফিসে এসে চাবিটুকু পৌঁছালো না।' অফিস না খোলায় সমস্যা কি হতে পারে সে প্রসঙ্গে জয়ন্তবাবু বলেন,' পে-ফিক্সেশনের বিল জানুয়ারী থেকে যাতে করা যায় তার জন্য জরুরীকালিন ছুটির দিনে কাজ করার নির্দেশিকা। পে-ফিক্সেশনে অ্যানেক্সচার-টু, থ্রী জমা দিতে হয় জেলাতে। তাতে শিক্ষকদের ডিকলারেশন ও সই লাগে। অনলাইনে পাঠিয়ে দিলেও, আসল কপি জমা দিতে হয়। জেলা যদি বলে আসল কপি জমা না দিতে হলে সমস্যা হবে না। তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু সেটা না হলে শিক্ষক - শিক্ষিকাদের মাইনে অনিশ্চিয়তার মুখে পড়তে হতে পারে।' এদিন নির্দেশিকা মতো প্রধান শিক্ষক, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকরাও হাজির ছিলেন। বিধান কুমার দত্ত, প্রবীর মন্ডল, সুজিত কুমার ঘোষ, প্রভাকর কুমার প্রমুখ শিক্ষকরা জানান,'বুদবুদ চক্রের সাব-ইন্সপেক্টর দুটো চক্র সামালান। শনিবার বুদবুদে থাকবেন বলেছিলেন। সেই মত আমরাও উপস্থিত ছিলাম। সাব-ইন্সপেক্টর আসলেও অফিসই খুলল না। এখন আমাদের মাইনে অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।' সমস্যার কারন কি? জানা গেছে, সর্বশিক্ষা মিশন ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক করন দুটো বিভাগের কাজ একই অফিস বিল্ডিংয়ে হয়। চতুর্থশ্রেনীর কর্মী না থাকায় অফিসের চাবি থাকে সর্বশিক্ষা মিশনের গ্রুপ-সি ও শিক্ষাবন্ধুদের কাছে। যোগাযোগ করা হলেও সর্বশিক্ষা মিশনের গ্রুপ-সি ও শিক্ষাবন্ধু কোন মন্তব্য করতে চায়নি। তবে সর্বশিক্ষা মিশনের পুর্ব বর্ধমান জেলা প্রজেক্ট আধিকারিক মৌলি সন্যাল বলেন,' সবই শিক্ষা দফতরের কাজ। জরুরী কাজ সকলে মিলে কাজটি করা উচিত। এদিনের ঘটনার কোন লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।' পুর্ব বর্ধমান জেলা স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) নারায়ন চন্দ্র পাল জানান, ' বিষয়টি জেনেছি। তালাবন্ধ থাকায় বুদবুদ চক্রের এসআই বাইরে বসেছিলেন। লিখিত রিপোর্ট চেয়েছি। জরুরী কাজের কিভাবে সমাধান করা যায়, সেটাও দেখা হচ্ছে।'

ভারতীয় সংবিধানের ৭০ বছর ও তার পরিবর্তনশীলতা

যীষ্ণু দেব্বর্মণ

পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান বলে পরিচিত ভারতের সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গৃহীত এবং প্রণীত হয়। বিগত ৭০ বছরের ইতিহাসে এই সংবিধান এক পরিবর্তনশীল ভূমিকা পালন করেছে। এই পরিবর্তন শুধু সরকারের কাজকর্মেই পরিবর্তন আনেনি, গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করেছে। সংবিধানের এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে যে, এই সংবিধান ভারতবাসীর অস্তিত্বকে পরিবর্তন করেছে। ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রজা থেকে এক প্রজাতন্ত্রের নাগরিকে। সংবিধানের মাধ্যমেই ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান অসাধারণ এই অর্থে যে, এই সংবিধান বিগত সাত দশক ধরে দৃঢ়তার সাথে তার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। একমাত্র একবারই ১৯৭৫-১৯৭৭ সালের মধ্যে সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে সরকারিভাবে রোধ করা হয়েছিল জরুরি অবস্থার নামে। সংবিধানের কর্ম প্রক্রিয়ায় সমস্যা থাকলেও ভারতের সংবিধান দেশের রাজনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থাকে স্থায়ীত্ব দান করেছে। এই সংবিধান প্রণীত হয়েছিল বিশেষ তিনটি লক্ষ্য সাধনের জন্য—

১) প্রথমতঃ এই সংবিধান প্রণীত হয়েছিল দুই শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শাসন থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দানের জন্য।

২) দ্বিতীয়তঃ এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের

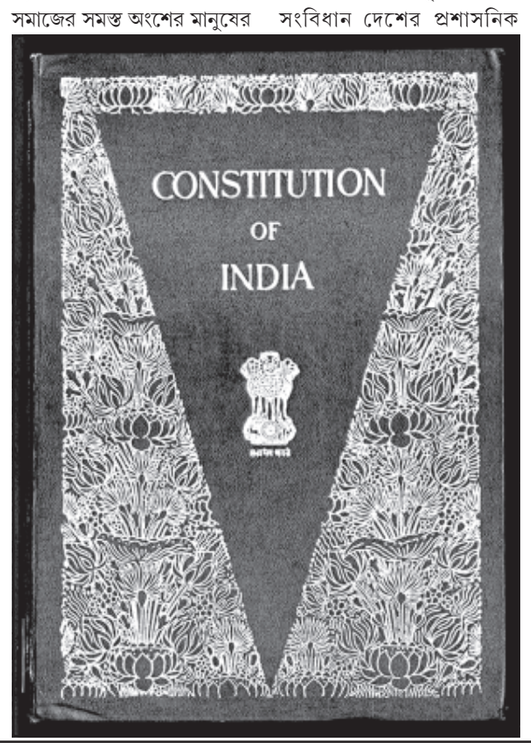

উন্নয়নের জন্য একটি নীল নকশা প্রদান করা, বিশেষ করে বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের জন্য।

৩) তৃতীয়তঃ সংবিধানের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বহুদিন ধরে চলে আসা সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করা।

ভারতীয় সংবিধান ছিল একটি মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ দলিল। সংবিধান দেশের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তার সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণ করতে চেয়েছিল। তাই অনেকে ভারতীয় সংবিধানকে একটি বিপ্লবী দলিল হিসেবেও বিবেচনা করেছিল। দীর্ঘ তিন বছর লেগে যায় এই সংবিধান সংকলন করতে। পরবর্তী সময়ে আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু সংবিধানের খসড়া তৈরি হয়েছিল ভারতীয় সংবিধানকে নজির হিসেবে সামনে রেখে।

সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই এর মূল লক্ষ্য গ্রথীত রয়েছে। এতে বলা হয়েছে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে ভিত্তি প্রস্তর নাগরিকের সমান অধিকারের উপর ভিত্তি করে সংবিধান দেশবাসীকে এক পূর্ণ গণতন্ত্র উপহার দেয়। প্রথমত ঃ সংবিধান ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রে আইনি সম্পর্ককে পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেয়। এই ঔপনিবেশিক শাসনের প্রজা থেকে এক প্রজাতন্ত্রে নাগরিকের মর্যাদা দেয় এই সংবিধান, সার্বভৌম নাগরিক ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ঔপনিবেশিক শাসনের বদলে গণতন্ত্র নিয়ে আসে। সংবিধান শুধু বয়স্ক ভোটাধিকার এবং সংসদীয় গণতন্ত্রই উপহার দেয়নি, সাথে দিয়েছে বাক স্বাধীনতা, চেতনা প্রকাশের ও সংগঠনের অধিকার, বাঁচার অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং আইনের সমক্ষে সবার সমানাধিকার।

এসব মৌলিক অধিকারগুলি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-১৯৩৫এ নিহীত ছিল না। তাই মৌলিক অধিকারের বিষয়টা ছিল সাংবিধানিক নীতির এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। ভারতীয় সংবিধানের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজকে পুর্নগঠন করার লক্ষ্য। প্রস্তাবনার তিনটি শব্দ স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রতৃত্ব হচ্ছে তার মূলমন্ত্র যা নাকি ভারতীয় সংবিধানকে জীবন দান করেছে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না যদি না তা সামাজিক বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উপর স্থিত হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মানে কি? এটা জীবনের একটা প্রক্রিয়া যার মধ্যে মূল নীতি হিসেবে নিহীত রয়েছে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব। এই বিষয়গুলি অবিচ্ছেদ্য স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত।

ভারতীয় সংবিধান হচ্ছে বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে এর বিকাশ ঘটে যাতে পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে তাল মেলানো যায়। সবচেয়ে জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে সংবিধানের ২১ নং ধারার (বাঁচার অধিকার) সম্প্রসারণ। এই ধারা বহু রায়ের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে আসছে এবং এই প্রক্রিয়ায় সংবিধানের মূল প্রণেতারা যে উদ্দেশ্যে এই ধারা তৈরি করেছিলেন এতদিনে তা সেই উদ্দেশকে ছাপিয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে। বর্তমানে বাঁচার অধিকার মানে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার অধিকার নয়, বরং সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা। আইনী ঘোষণা ও রায়ের মধ্যে দিয়ে 'শিক্ষার অধিকার', 'তথ্যের অধিকার', 'আশ্রয়ের অধিকার' এবং অনেক কিছুই 'বাঁচার অধিকার'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংবিধানের লক্ষ্য শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে একটি 'আইনি দলিল' দেওয়া ছিল না। ডাঃ এস রাধাকৃষ্ণাণ ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর গণ পরিষদে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন, 'আমরা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে চাই.....'তাঁর এই বক্তব্যের নিরীখে ভারতীয় সংবিধান ভারতীয় নাগরিকদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে চলেছে এবং এতে আমাদের গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এটাই ভারতীয় সংবিধানের ধর্ম।

(লেখক - ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী)

কর্মমুখী প্রজাতন্ত্রই হোক ভারতের লক্ষ্য

প্রদীপ চক্রবর্তী

প্রজাতন্ত্রের প্রায় ৭০ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু এর মধ্যে দেশ জুড়ে কর্মহীনতা, বেকারত্বের নাজুক চিত্র এঁকে দিয়েছে বিভিন্ন সংস্থা। শুধু তাই নয় জাতীয় গড় আয়ও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনীতি অনেকটাই দুর্বল। যদিও তা মানতে নারাজ দেশের অর্থমন্ত্রী। আজ আর্থিক প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী, বাড়ছে অপুষ্টি। যেই সাথে নারীদের নিরাপত্তা অনেক স্থানে অনিশ্চিত। সামাজিক নিরাপত্তার অভাববোধ, কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে সমাজের এক শ্রেণিকে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে অর্ধাহার, অনাহার কিন্তু এখনও হ্রাস পায়নি। কবে হ্রাস পাবে বলতে পারবে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী এবং দেশের শাসকদল। আজকাল তো শোনাই যায় না বহুচর্চিত রুটি, কাপড়া, মকানের সেই শ্লোগান। গ্রাম ভারতের এই দেশ ভারতবর্ষ। গ্রামীণ অর্থনীতি প্রত্যাশিতভাবে বিকশিত হয়নি, কবে হবে তা বলতে পারবে কেন্দ্রের শাসকদল। এদিকে দেশজুড়ে দেখা দিয়েছে কর্মহীনতার চোরা স্রোত। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি বা যংক্ষেপে CMIE তাদের সর্বশেষ রিপোর্টে উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০১৬'র আগস্ট মাসের তুলনায় গত অক্টোবর পর্যন্ত দেশের বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ ৮.৫ শতাংশ। শহরাঞ্চলে বেকারত্ব বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৯ শতাংশ, যে সংখ্যাটা গ্রামীণ চিত্র থেকে খানিকটা বেশি। CMIA'র রিপোর্টে বলা আছে যে ২০১৭'র জুলাই থেকে ২০১৮'র জুন পর্যন্ত ৬.১ শতাংশ বেকারত্বের হার রয়েছে। ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ সময়ের মধ্যে কৃষিজীবী বেকার ১১.৫ শতাংশ বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রেও বেকারত্ব ১০০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে।

এদিকে পিএলএফএস রিপোর্টে তাদের বলেছে ৩৩ শতাংশ শিক্ষিত ও দক্ষ যুবক চাকুরীহীনতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১২ জনের ৪ জন এখনও কর্মহীনতায় ধুঁকছে। জাতীয় ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ১.৮ শতাংশ বেকার অবকাশকালীন এবং প্রশিক্ষণ নিতে পারছে। ঘুরিয়ে বলা যায় ৯৩ শতাংশ লোকজন বা কিংবা বেকার কোন ধর্মের প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না। সাধারণত: ১৫ থেকে ২৯ বছরের যুবক যুবতী যারা অবকাশকালীন প্রশিক্ষণ নিয়েছে তারা কাজের সুযোগ পাচ্ছে না। হয়তো আগামী দিনে তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে। ৬৩ শতাংশ অবকাশকালীন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তি থেকে এখনও বঞ্চিত। যদিও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে Skill Developement Programme চালু রয়েছে। ২২টি ক্ষেত্রে সাধারণত: প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় মূলত: স্বনির্ভরতার জন্য। তথ্য প্রযুক্তি, ইলেট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা বহু যুবক যুবতী কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা বা PMKVY প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ১০ মিলিয়ন দক্ষ করে তোলা, যাতে তারা নিজেদের স্বাবলম্বী করতে পারে। তথ্য পরিসংখ্যান বলছে এই প্রকল্প চালু করা হলে এর বাজেট বরাদ্দ সন্তোসজনক নয়।

CMIA'র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে গোটা দেশে ২০১৮তে ১১ মিলিয়ন কাজ হারিয়েছে। আমাদের দেশে এখন সবচেয়ে উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব। বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণে নানাভাবে অস্থিরতা যেমন সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক তেমনি কর্মহীনতার কারণে বেকাররা হতাশায় ভুগছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রশ্ন উঠতেই পারে গ্রাম ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে কেন্দ্র করে যে অর্থনীতি গড়ে ওঠার কথা সেটা আদৌ কতদূর হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধী তো গ্রাম স্বরাজের কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারলে ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারবে।

বিজনেস স্টেন্ডারড পত্রিকা তাদের রিপোর্টে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছিল ২০১৭-১৮ সালে দেশে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। মূলত: নোট বাতিলের কারণেই বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে রয়েছে আরও কিছু বাস্তবতা। গত বছরে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৭ শতাংশ। অথচ নভেম্বর মাসে কর্মহীনতায় ১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। মূলত অর্থনৈতিক মন্দাজনিত কারণেই বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বা কোম্পানি কর্মী সংকোচনের পথ বেছে নিয়েছিল। গাড়ি উৎপাদনে কয়েকটি কারখানা বন্ধ করা হয়। সেই সাথে কর্মী ছাটাইও করা হয়। কিন্তু এখন ওই কোম্পানিগুলিতে বিশেষ করে গাড়ি নির্মাণকারী কোম্পানিগুলোতে উৎপাদ শুরু হয়েছে। তবে উৎপাদনের হার তেমন প্রত্যাশিত নয়।

ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা এই ভারতবর্ষে আমরা উদ্‌যাপন করছি প্রজাতন্ত্র দিবস। এবারকার প্রজাতন্ত্র দিবসটি এমন এক সময় পালিত হচ্ছে তখন দুটি ইস্যুতে দেশের নানা অংশে শাষক ও বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ, পাল্টা চ্যালেঞ্জ, মিছিল, পাল্টা মিছিল চলছে। ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অংশের মধ্যে অসন্তোস দানা বেঁধেছে। নানা জাতি নানা ধর্মের এই বিশাল ভারতবর্ষের কিছু কিছু অঞ্চলে, বলা চলে অসহিষ্ণুতা বিরাজ করছে। এমন ধরনের পরিস্থিতি ইতিপূর্বে এই ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করেনি। কেন্দ্রীয় শাসক বিরোধী বিভিন্ন দলের পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি বিধানসভায় বিরুদ্ধ মতামত জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করছে।

মূলতঃ এনআরসি এবং সিএবি নিয়ে এই বিরোধ বা অসন্তোস অব্যাহত রয়েছে। এমনটি হওয়ার কথাই ছিল না। কিন্তু বিরোধ বা কেন্দ্রের শাসক দলের যাথে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা বা সংঘাত পরিস্থিতিতে অনেকটাই জটিল করে তুলতে শুরু করেছে। এটা যবারই জানা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এনআরসি এবং ক্যাব নিয়ে বিরোধীদের খোলামঞ্চে বিতর্কে আসার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে বিরোধীরা এনআরসি এবং সিএবি বুঝতেই পারছে না। এরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বিভ্রান্তির জাঁতাকলে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অংশ পথে নেমেছে। কিন্তু বিরোধী দল বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্য মানতে নারাজ। অন্যান্য কিছু রাজনৈতিক দলও যেগুলি কয়েকটি রাজ্যে শাষন ক্ষমতায় রয়েছে তারাও অনুরূপ মতামত পোষন করেছে। প্রশ্নটা হচ্ছে সুপ্রাচীন দেশ এই ভারতবর্ষে নানা জাতি নানা বর্ণের নানা ভাষার বসবাসকারীরা রয়েছে। চলমান অসহিষ্ণুতাকে কেন্দ্রের শাষক দল বিজেপি অনেকাংশেই আমল দিতে নারাজ। তাদের বক্তব্য দেশের সার্বিক স্বার্থে এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে এই বিল আনা হয়েছে। এখানে সন্দেহ সংশয় থাকতেই পারে না। তৃণমূল কংগ্রেস এক্ষেত্রে সরাসরি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংঘাতের পথে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এনআরসির বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মিছিল, সমাবেশ করে চলেছেন। বিজেপিও এখন পশ্চিমবঙ্গে ময়দানে নেমেছে। এরা এনআরসির সমর্থনে সভা, সমিতি, মিছিল যেমন করছে তেমনি বাড়ি বাড়ি প্রচারও শুরু করেছে।

এনআরসি ইস্যুতে এধরনের আন্দোলন বা পাল্টাপাল্টি বক্তব্য যে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলেছে তা অনেকাংশেই বলা চলে দেশের ঐক্য ও সংহতির ওপর অপ্রত্যক্ষ আঘাতের সামিল। যদিও বিরোধী দলগুলি এই বক্তব্য মানতে নারাজ। প্রশ্ন উঠেছে এনআরসির মতো সংবেদনশীল বিল আনার আগে কেন্দ্রীয় শাসক দলের কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন ছিল সবগুলি রাজনৈতিক দলের মতামত নেওয়া বা তাদের সাথে আলোচনা করা। যদি তাই করা হতো তাহলে হয়তো বা এ বিলটি অন্যভাবে আসতে পারতো বা বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টির অবকাশ থাকতো না।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক এই দেশে চলতি পরিস্থিতি উদ্রেক হওয়ার মতো সুযোগ থাকতো না, একথা বলছেন নানা বিশিষ্টজনেরা। উত্তর - পূর্ব ভারতের বৃহত্তম রাজ্য অসমে এনআরসি নিয়ে সবচেয়ে বেশি অসন্তোস দেখা দিয়েছে। যদিও সেখানকার পরিস্থিতি এখন অনেকটাই শান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। এনআরষি ইস্যুকে নিয়ে নানাভাবে মতামত ব্যক্ত করছে, এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় খুবই স্বাভাবিক। মূল কথা হচ্ছে এই অস্থিরতা ও আন্দোলনের ফলে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম অস্বাভাবিকভাবে ব্যাঘাত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫ কোটি টাকার মতো রেলের সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে। এই ইস্যুতে চলছে চাপান উতোর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতা সফরে এসে বেলুরমঠে যুব দিবসের যমাবেশে এনআরসি ইস্যুতে বিরোধী দলগুলির আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং ছাত্র সমাজকে বিভ্রান্তি থেকে দূরে আসার যে আহ্বান জানিয়েছেন তার বিরুদ্ধে নানা দল অসন্তোস ব্যক্ত করে তারা আন্দোলনসূচি অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে এনআরসি বিরোধী মতামতকে দৃঢ় করেছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে নেতাজী, বিবেকানন্দ, রামমোহনের এই দেশে অস্থিরতা কবে নাগাদ দূর হবে তা আজ বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রশ্নের সমাধান বা উত্তর যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ততই দেশের ঐক্য সংহতির পক্ষে মঙ্গলদায়ক। গোটা দেশে বেকারিত্ব বাড়ছে, জাতীয় গড় আয় হ্রাস পাচ্ছে। উৎপাদনশীলতাও ব্যাহত হয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতি দেশের প্রগতিকে অনেকটাই উদ্বেগজনক অবস্থায় নিয়ে চলেছে। এর সমাধান কবে নাগাদ পাওয়া যাবে তাই প্রজাতন্ত্র দিবসে মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা একমাত্র শান্তি, সম্প্রীতি, সুস্থিতি রাজ্য বা দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারে।

শনিবার দশম ন্যাশনাল ভোটার দে উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঞ্চে রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। ছবি- নিজস্ব।

ভারতে অনুপ্রবেশ করে সীমান্তে নিহত হলে দায়িত্ব নেবে না বাংলাদেশ: খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ২৫।। ভারতে অনুপ্রবেশ করে গরু আনতে গিয়ে কেউ সীমান্তে নিহত হলে সরকার কোনো দায়িত্ব নেবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

শনিবার দুপুরে রাজশাহীর পবা উপজেলার দামকুড়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। গত ২২ জানুয়ারি খাদ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা পোরশা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে তিন বাংলাদেশি নিহত প্রসঙ্গে সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, আমরা গরুর বিট খুলতে দেবো না।

এজন্য উপজেলা ও জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) রেজুলেশন করা হয়েছে। এরপরও কেউ যদি সীমান্তের কাঁটা তারের বেড়া কেটে গরু আনতে গিয়ে গুলিতে মারা যান তার দায়-দায়িত্ব সরকার নেবে না।

এর আগে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাঙ্গালিরা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করে।

২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের যে ভিশন উন্নত রাষ্ট্রে উপনীত হওয়া তা প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বের ফলে ২০৩১ সালের মধ্যেই অর্জিত হবে। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা আছে, এখন প্রয়োজন নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে।

তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মূল লক্ষ্য শুধু চাকরি পাওয়া নয়। একজন আদর্শ মানুষ হওয়াটাই বেশি প্রয়োজন। ছেলে-মেয়েদের দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তাহলেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।

তিনি বলেন, অনেক অভিভাবক আছেন যারা ছেলে-মেয়েদের খোঁজ-খবর রাখেন না, এতে তারা বিপথে যেতে পারে। মোবাইল ফোন যাতে ভালো কাজে ব্যবহার হয় সে ব্যাপারেও অভিভাবকদের সচেতন থাকতে পরামর্শ দেন মন্ত্রী।

এ সময় স্কুলটির বিভিন্ন উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাসও তিনি। অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিসিক এর (অব.) এজিএম আব্দুল লতিফ এর সভাপতিত্বে মূল আলোচক হিসেবে রাজশাহী-৩ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) আয়েন উদ্দিনসহ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান মোকবুল হোসেন, পবা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুনসুর রহমান, পবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন প্রমুখ। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়টির সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

তিস্তা নিয়ে ঢাকার সাথে আলোচনায় আগ্রহী ভারত: পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ২৫।। বাংলাদেশের বরিশালে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, তিস্তা নদী নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগ্রহী ভারত। তিনি বলেন, তিস্তার পানি সুষম বন্টন নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করে এ সমস্যার সমাধান করা হবে। উভয় দেশের মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সক্রিয় রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে এ ব্যাপারে বৈঠক করা হবে।

শনিবার বরিশাল সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম সম্মিলনী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ তলা নতুন ভবনের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভারত বন্ধুপ্রতিম দেশ। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে। ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। এ সময় অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সীমান্ত হত্যা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না: বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ২৫।। পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ও সীমান্তে হত্যা ইস্যু নতুন বছরে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। শনিবার রংপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ মন্তব্য করেন। গতবছর হঠাৎ করে ভারতে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের বিষয়টিকে 'বড় শিক্ষা' হিসেবে উল্লেখ করেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, আমাদের দেশজ উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কৃষকেরা যাতে দাম পায় সে চেষ্টা করবো। তবে এখন ভারতে পেঁয়াজ বাংলাদেশের চেয়ে বেশি দাম উঠেছে। পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ আমাদের জন্য বড় শিক্ষা। তবে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ও সীমান্তে হত্যা ইস্যু নতুন বছরে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না। প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। এ নিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে। আরএমজিসহ (তৈরি পোশাক) বিভিন্ন খাতে অগ্রগতি হচ্ছে।আসন্ন রমজান মাসে তেল, চিনির সংকট হবার সম্ভাবনা নেই বলেও জানান টিপু মুনশি। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, গতবছরে টিসিবিতে তেলের মজুদ ছিল ৩ হাজার মেট্রিক টন। এবার আমরা এর চেয়ে ২০ গুণ বেশি অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিকটনের টার্গেট নিয়েছি।

সিএএ-র সমর্থনে বিজেপির জনজাগরণ সমাবেশ পাথারকান্দির দোহালিয়ায়

পাথারকান্দি (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি পাথারকান্দির দোহালিয়ায়ও নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর সমর্থনে এক বিশাল জনজাগরণ সমাবেশ করেছে বিজেপি। দোহালিয়ার শিববাড়ি সংলগ্ন খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে সমাবেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের যথার্থতার ব্যাখ্যা করে বক্তব্য পেশ করেছেন বিভিন্ন বক্তা।

সভার প্রধান বক্তা তথা শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় প্রদত্ত ভাষণে বলেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন মানে কোনও ভারতীয়ের নাগরিকত্ব হরণের জন্য নয়। এই আইনের বলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নির্যাতিত লাঞ্ছিত সংখ্যালঘু, যারা ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই আইনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে বিরোধীরা নানা গুজব ছড়িয়ে গোটা দেশকে ভীত করে অস্থির করার ষড়যন্ত্র রচনা করেছে, এরা ব্যাপক অশান্তি ছড়াচ্ছে। এরা কখনওই ভারতের মঙ্গল চায়নি এবং এখনও দেশের ক্ষেতি করে সাধারণ মানুষকে সিএএ-র বিরুদ্ধে মিথ্যা প্ররোচনামূলক তথ্য প্রচার করে উসকে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

সাংসদ রাজদীপ বলেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এবং তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মনমোহন সিং বলেছিলেন পাকিস্তান আফগানিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে এ দেশে আশ্রিতদের জানমালের নিরাপত্তা-সহ কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া ভারত সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ এই একই দলের কংগ্রেস নেতারা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এবং প্রাক্তন কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিঙের কথাও মানতে নারাজ। বর্তমানে তাদের সুরে সুর চড়িয়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গরম করতে চাইছেস অন্য বিরোধী দলও।

সমাবেশ জেলা সভাপতি সুত ভট্টাচার্য বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়াটাই ছিল এক ঐতিহাসিক ভুল সিদ্ধান্ত। দেশভাগের ফলে পরবর্তীতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা ছিল আরও ভয়াবহ। ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভিটেমাটি হারানো ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ মানুষ এ দেশে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৭০ বছর পরও উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও সরকারই গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি। ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে পাকিস্তান আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে এসে এ দেশে আশ্রিত ছিন্নমূল মানুষের নাগরিকত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। ১৯৫১ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে জনসংঘ গঠন এবং পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির জন্মলগ্নের পর থেকেই দলের লক্ষ্য ছিল উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর মোদী মন্ত্রিসভা নাগরিকত্ব বিল সংসদে উত্থাপন করে। লোকসভায় পাসও হয়। কিন্তু রাজ্যসভায় সদস্য সংখ্যা কম থাকায় বিলটি আটকে যায়। এবার ২০১৯-এ ফের বিজেপি ক্ষমতায় এসেই সংসদে এই বিল উত্থাপন করে এবং লোকসভা এবং রাজ্যসভায়ও তা পাস হয়। এর পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে তা শেষপর্যন্ত আইনেও পরিণত হয়। অর্থাৎ বিজেপি সরকার নিজের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে কাজ করে চলছে। এতে অযথা কাউকে বিচলিত না হয়ে পুরো আইন সম্পর্কে জেনে নিতে তিনি সকলকে অনুরোধ জানান। আজকের সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুন, শশীবাবু সিনহা, শান্তিলাল সিনহা, দীপঙ্কর দে, প্রমথেশ দে-সহ অন্যরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজ করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি বিধানসভা এলাকায় একসাথে গণজাগরণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী সকাল দশটায় প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার ভৈরবনগরে, সাড়ে এগারোটায় দক্ষিণ করিমগঞ্জের ফাকুয়াগ্রামে, দুপুর একটায় পাথারকান্দির দোহালিয়ায়, বিকেল চারটায় করিমগঞ্জ শহরের গঙ্গা ভাণ্ডারের সামনে এবং বিকেল ছয়টায় বদরপুরের স্টেশন রোডে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য তৈরি অসম, গুয়াহাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন রাজ্যপাল মুখি

গুয়াহাটি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : দেশের ৭১-তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত অসম। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মূল প্রবেশদ্বার গুয়াহাটি মহানগরী-সহ সমগ্র অসমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। পুলিশ ও আধাসেনা বাহিনী-সহ বিভিন্ন স্তরের নিরাপত্তা সংস্থা রাজ্যের সর্বত্র সুরক্ষা বেষ্টনী গড়ে তুলেছে। আলফা (স্বা)-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যৌথ জঙ্গি সংগঠনগুলি নাশকতা সংগঠিত করতে পারে বলে আশংকা করে রাজ্যের সর্বত্র তালাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

আগামীকাল দেশের ৭১-তম গণতন্ত্র দিবস রাজ্যের প্রতিটি জেলা মহকুমা সদরে নিরাপদে উদযাপন করতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন তৈরি। রাজ্যের অন্যান্য স্থানে সঙ্গে গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপিত হবে প্রজাতন্ত্র দিবস। গুয়াহাটির খানাপাড়া ময়দানকে ইতিমধ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। আগামীকাল সকাল ৯-টায় রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে গণতন্ত্র দিবসের পরম্পরা কার্যসূচির শুভারম্ভ করবেন। এদিকে বিশেষ এই দিনের মধ্যে আর মাত্র কয়েকঘণ্টা বাকি। গত মাসখানেক ধরে এই ময়দানকে নিজেদের কবজায় নিয়ে রেখেছে পুলিশ তথা নিরাপত্তা দফতর। গত কয়েকদিনের মতো আজও ময়দানের আশপাশ এলাকা বোমা নিরীক্ষণ যন্ত্র এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নিফার ডগের সহায়তায় তন্ন তন্ন করে তালাশি চালানো হচ্ছে। মহানগরীর খানাপাড়ায় কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত যা না হয় সে জন্য নিজে তদারক করছেন জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতির খোজখবর নিতে শনিবার খানাপাড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের খেলার মাঠ পরিদর্শন করেন জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু। সুসজ্জিত ময়দান নিরীক্ষণ করে কামরূপ মহানগরের জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু জানান, আগামীকাল সকাল ৯-টায় রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে গণতন্ত্র দিবসের পরম্পরা কার্যসূচির শুভারম্ভ করবেন।

জেলাশাসক জানান, মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ড্রোনের সহায়তায় নিরীক্ষণ চালানো হচ্ছে। অসম পুলিশের পাশাপাশি কমান্ডো বাহিনীর বিশেষ দলকেও গণতন্ত্র দিবসের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অসম-মেঘালয়ের প্রবেশদ্বার জোড়াবাটে ব্যাপক তালাশি অভিযান চলছে। উজান, নিম্ন অসম এবং মেঘালয় থেকে গুয়াহাটিতে প্রবেশকারী সব ধরনের যানবাহনে তন্ন তন্ন করে তালাশি চালানো হচ্ছে।

অসমের অখণ্ডতা নিয়ে শঙ্কার অবকাশ নেই, শোণিতপুরের কোনও গ্রাম অন্তর্ভুক্ত হবে না প্রস্তাবিত বড়োল্যান্ড ইউটিসিতে : হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের অখণ্ডতা নিয়ে কোনও শঙ্কার অবকাশ নেই, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন রাজ্যের অর্থ, স্বাস্থ্য, পূর্ত ও শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শনিবার জনতা ভবনের সি ব্লকে শিক্ষা সংক্রান্ত আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে এই কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

মূলত, অসমের অন্যতম জঙ্গি সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর বিচ্ছিন্ন চার গোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে চলেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। বড়ো শান্তি চুক্তি অনুযায়ী বড়োল্যান্ডকে কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ ইউনিয়ন টেরিটরি কাউন্সিল (ইউটিসি) হিসেবে ঘোষণা করা হবে। তবে ইউটিসি গঠিত হলে এর ভৌগলিক এলাকার পরিবর্তনও হতে পারে বলে কোনও কোনও মহল থেকে এক খবর চাউর করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, প্রস্তাবিত ইউটিসিতে বর্তমান বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এ তিনটি জেলা অন্তর্ভুক্ত হবে।

এছাড়া কোকরাঝাড় জেলাকে দুভাগে বিভক্ত করে গঠিত হবে কোকরাঝাড় এবং গোসাইগাঁও। সেভাবে বাকসাকে বিভক্ত করে বাকসা এবং মানস, ওদালগুড়ি থেকে কেটে নেওয়া হতে পারে ভেড়াগাঁওকে।

অন্যদিকে, শোণিতপুর, বিশ্বনাথ এবং লখিমপুর থেকেও নয়া দুই জেলা বের করার কথা। সে অনুযায়ী নতুন দুটি জেলার নাম হতে পারে মইনশ্রী এবং হোলঙি। শোণিতপুর, বিশ্বনাথ এবং লখিমপুরকে টুকরো করে কিছু এলাকা প্রস্তাবিত ইউটিসি-র অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে এক খবর চাউর হলে এ নিয়ে ইতিমধ্যে অসমের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ মন্ত্রীর কাছে এই খবরের সত্যতা জানতে চাওয়া হয়েছিল। মন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, বড়ো চুক্তির মাধ্যমে বড়ো কেন্দ্রশাসিত পরিষদে (ইউটিসি) বিদ্যমান কোনও নতুন জেলা বা গ্রাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব নেই। জোরের সঙ্গে বলেন, অসমের অখণ্ডতা রক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে বর্তমান সরকার।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অসমের জনসাধারণের ক্ষতি হবে এমন কোনও চুক্তি করতে পারেন না বা ভবিষ্যতেও করবেন না। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনকে নিয়ে রাজ্যবাসীকে যেমন বার বার শঙ্কিত হতে বারণ করেছেন, একইভাবে আজও বড়ো চুক্তিকে আতঙ্কিত, শঙ্কিত না হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানায়েছেন তিনি।

তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, "ভারত সরকার ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই চুক্তি অসমের অখণ্ডতাকে সম্মান করে স্বাক্ষরিত হবে।

তাছাড়া এই চুক্তিতে বর্তমান কোনও নতুন গ্রাম বা কোনও নতুন অঞ্চল সন্নিবিষ্ট করার প্রস্তাব রাখা হয়নি। তাই আমি অসমের জনসাধারণ, বিশেষ করে অবিভক্ত শোণিতপুর জেলার মানুষকে আতংকিত না হতে অনুরোধ করছি।"

চিঁড়ে দিয়ে মানুষ চেনা নিয়ে বিজেপি নেতার মন্তব্যের প্রতিবাদে অভিনব সমাবেশ

কলকাতা, ২৫ জানুয়ায়ি (হি.স.) : চিঁড়ে দিয়ে মানুষ চেনা নিয়ে বিজেপি নেতার মন্তব্যের প্রতিবাদে এ শহরে অভিনব সমাবেশ করল তৃণমূল কংগ্রেস।

বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেছেন, তাঁর বাড়িতে কাজ করতে আসা রাজমিস্ত্রিরা পোহা (চিঁড়ে দিয়ে তৈরি) খাচ্ছিলেন, তা দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁরা বাংলাদেশি, অনুপ্রবেশকারী।

খাদ্যাভ্যাস দেখে বাংলাদেশি চেনা সংক্রান্ত মন্তব্যের জেরে সর্বস্তরে সমালোচনার মুখে পড়েছেন বিজয়বর্গীয়। বিজেপিকে নিশানা করতে সময় নষ্ট করেনি কংগ্রেস। দলের টুইটার হ্যান্ডলে মোদীর ছবি দিয়ে তারা লিখেছে, "প্রধানমন্ত্রী পোহা এবং খিচুড়ি পছন্দ করেন।" সরগরম বঙ্গ রাজনীতিও।

শনিবার ধর্মতলার চিঁড়ে খাওয়ার সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের মহিলা নেত্রীরা। ছিলেন সাংসদ মালা রায়, দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিধায়ক স্মিতা বক্সি প্রমুখ। সমাবেশে চিঁড়ে খেয়ে তাঁরা বলেন, "আমাদের

ছয়ের পাতায়

অনুমতি না পাওয়ায় বাতিল পরিবেশকর্মীদের সমাবেশ

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার পুলিশি অনুমতি না পাওয়ায় বাতিল হয়ে যায় পরিবেশকর্মীদের একটি সমাবেশ।

আলিপুর ও প্রেসিডেন্সি জেল বারুইপুরে স্থানান্তরিত করে সেখানে আবাসন তৈরির পরিকল্পনা চলছে। এর প্রতিবাদ এবং প্রকৃতিবান্ধব পরিবেশ তৈরির দাবিতে এদিন 'সিটিজেনস কালেকটিভ ফর আর্বান অ্যাকশনস' নামে একটি অরাজনৈতিক গোষ্ঠী আলিপুরে দু'ঘন্টা সমাবেশের ডাক দিয়েছিল। সরকারি সংস্থা বিজি প্রেস প্রাঙ্গণে নির্মাণের পরিকল্পনার প্রতিবাদ এবং বড় গাছ না কাটার দাবিও রয়েছে তাঁদের।

উদ্যোক্তাদের তরফে মিলিনা দেব লাল এই প্রতিবেদককে বলেন, "আমরা পরিবেশ সংরক্ষণের দাবিতে ১১ এবং ১৬ জানুয়ারি আলিপুর অঞ্চলে প্রচার অভিযান করেছিলাম। প্রথম দিন সমস্যা হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় দিন পুলিশ বাধা দিয়ে বলে থানা থেকে অনুমতি আনতে হবে। আমরা আজ প্রচার অভিযান করব বলে আগেই আলিপুর থানায় লিখিত আবেদন করি। রাস্তায় না নেমে ফুটপাথ থেকে লিফলেট বিলি এবং প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে প্রচারের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পুলিশ লিখিতভাবে শনিবার রাতে জানিয়ে দেয় এ সবে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাই বাতিল করতে হল আমাদের পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় নীতির প্রতিবাদে ডাকা সমাবেশে পুলিশি বাধা, উত্তেজনা

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার এনআরসি, সিএএ প্রভৃতির প্রতিবাদে ডাকা এক সমাবেশে পুলিশ বাধা দিলে উত্তেজনা দেখা দেয়। দু'দিন ধরে নিউ মার্কেটের পাশে বেশ কিছু মানুষ বিক্ষোভ সমাবেশ করছে। পুরসভার নির্দেশে এদিন পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। এ নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় দু"পক্ষে। উত্তেজনা দেখা দেয়। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, তারা এসপ্লানেডের ওয়াই চ্যানেলে সমাবেশ করতে চেয়েছিলেন। অনুমতি না পাওয়ায় এখানে শান্তিপূর্ণ অবস্থান-বিক্ষোভ করছেন। পুরসভার কী অসুবিধা হচ্ছে?

এ প্রসঙ্গে মেয়র ববি হাকিম বলেন, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করলে তো হবে না! সে রকম করলে লড়াইয়ের গড়িমা নষ্ট হয়ে যাবে। যেখানে সেখানে' যখন তখন এনআরসি-র প্রতিবাদে প্রতিবাদে বসে গেলাম, এটা তো হতে পারে না!না বুঝেই কেউ কেউ এ রকম করছে। এতে বিজেপি-রই সাহায্য হচ্ছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় হাওড়া স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকা

হাওড়া, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): দেশের ৭১ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা হাওড়া স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকা। তল্লাশি করা হচ্ছে যাত্রীদের মালপত্র। জিআরপি, আরপিএফ, বম্ব স্কোয়াড, স্নিফার ডগ দিয়ে হাওড়া স্টেশন চত্বরে চেকিং হচ্ছে।

হাওড়া স্টেশনে এমনিতে প্রত্যেকদিনই নিরাপত্তা জোরদার থাকে। তবে ২৬ জানুয়ারি উপলক্ষে নিরাপত্তা আরও নিশ্চিদ্র করা হয়েছে। আগামীকাল দেশের ৭১ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের শনিবার দুপুর থেকেই হাওড়া স্টেশনের ভিতরে এবং বাইরে জোরদার তল্লাশি চলছে। আরপিএফ এবং জিআরপির আধিকারিকরা স্টেশনে তল্লাশি শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই যাত্রীদের পাশাপাশি তাদের মালপত্র চেকিং করা হচ্ছে। এছাড়া স্টেশনে যেসব সেন্সেটিভ এরিয়া রয়েছে সেখানেও চেকিং চলছে। আরপিএফ এর ডিএসসি (হাওড়া) প্রশান্ত যাদব জানান, ২৬ জানুয়ারিকে সামনে রেখে প্রতি বছরের মতো এবছরও হাওড়া স্টেশনে

ছয়ের পাতায়

কাশ্মীরে বন্দি রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির পক্ষে সওয়াল আমেরিকার

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীরে বন্দি রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির পক্ষে সওয়াল করল আমেরিকা ঊ কোনও অভিযোগ ছাড়াই বন্দি করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। সদ্য কাশ্মীর ঘুরে যাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য এশিয়া সংক্রান্ত প্রিন্সিপ্যাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যালিস ওয়েলস আবেদন করেছেন কোনও অভিযোগ ছাড়াই কাশ্মীরে বন্দি রাজনৈতিক নেতাদের তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক।

ওয়াশিংটনে কাশ্মীর সফর প্রসঙ্গে সংবাদিকদের তিনি বলেন, উপত্যকায় ধীরে ধীরে ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সফরে আমরা খুশি। আমাদের আশা নিয়মিত আমাদের কাশ্মীরে যেতে দেওয়া হোক। পাশাপাশি, কাশ্মীরের যেসব রাজনৈতিক নেতাদের কোনও অভিযোগ ছাড়াই বন্দি করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক।

অ্যালিস মুখ খোলেন ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়েও ঊ তিনি বলেন, ভারতে নাগরিকত্ব আইন পাস হওয়ার পর দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা গেল। এনিয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করেছেন সাধারণ মানুষজন, বিরোধী রাজনৈতিক নেতা। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। আইনত দেশের সব নাগরিকের সমানাধিকার পাওয়া উচিত।

উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর সেখানে এসেছিলেন ইউরোপিয় ইউনিয়নের বেশ কয়েকজন এমপি। তার পর ফের সেখানে যান বিদেশি কূটনীতিকরা।

সম্প্রতি এ মাসের গোড়ার দিকে কাশ্মীর সফরে আসেন ১৫ দেশের কূটনীতিক। এই দলে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য এশিয়া সংক্রান্ত প্রিন্সিপ্যাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যালিস ওয়েলসও ঊ

প্রসঙ্গত, গত ৫ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ করা হয়। তার পর থেকেই সেখানে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়, জাতীয় নিরাপত্তা আইনে সেখানকার অধিকাংশ নেতাকে বন্দি করা হয়। সম্প্রতি ২ নেতাকে ছাড়া হলেও, উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ নেতারা কেউই ছাড়া পাননি। এর মধ্যেই পাস করানো হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। আর তাতেই দেশের নজর অনেকটাই ঘুরেছে কাশ্মীর থেকে। কিন্তু কাশ্মীরের ওপরে নজর রেখে চলেছে বিদেশি রাষ্ট্রগুলি।

ভারতে গোরু আনতে গিয়ে গুলিতে নিহত হল সরকার তার দায়িত্ব নেবে না, বাংলাদেশের খাদ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে অনুপ্রবেশ করে গোরু আনতে গিয়ে গুলি খেয়ে কেউ নিহত হলে সরকার তার কোনও দায়িত্ব নেবে না। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশের খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার ঊ শনিবার রাজশাহীতে দামকুড়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের হীরকজয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

গত ২২ জানুয়ারি খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের সংসদীয় এলাকার ভারত সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে তিন বাংলাদেশির মৃত্যু হন। বিএসএফের অভিযোগ, এই তিন অনুপ্রবেশকারী গোরু পাচারে জড়িত। পরে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সঙ্গে বিএসএফের আলোচনায় নিহতদের দেহ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। শনিবার রাজশাহীতে দামকুড়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের হীরকজয়ন্তী অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এই বিষয়টি নিয়েই মন্তব্য করেছেন।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

প্রথম দিনের পর "ছপাক"-এর থেকেও পিছিয়ে থাকল কঙ্গনার "পঙ্গা"!

রাতারাতি পাশে এসে জুড়েছিল বিতর্কিত ছবির তকমা। তার আঁচ এসে পড়েছিল বক্স অফিসেও। তা সত্ত্বেও মেঘনা গুলজার পরিচালিত দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত "ছপাক"-এর বক্স অফিসে প্রথম দিনের রোজগার ছিল প্রায় ৫ কোটি টাকা। কঙ্গনা রানাউতের ছবি "পঙ্গা" মুক্তি পেয়েছে গত কাল। কঙ্গনা মানেই একটু অন্য ধাঁচের ছবি. তাই প্রত্যশাও ছিল ফ্যানেদের। কঙ্গনার অভিনয় মনে দাগ কাটলেও বক্সঅফিসের অঙ্কে শুরুটা মোটেও ভাল হল না "পঙ্গা"-র। প্রথম দিনে ওই ছবির আয় ছপাকের প্রথম দিনের আয়ের প্রায় অর্ধেক।কত আয় করল "পঙ্গা"? ট্রেড অ্যানালিস্টরা বলছেন, এখনও পর্যন্ত পঙ্গার আয় ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। অন্য দিকে, কাল মুক্তি পাওয়া আর এক ছবি "স্ট্রিট ডান্সার" কিন্তু তুলনামূলক ভাবে ভাল ব্যবসা করেছে। বরুণ-শ্রদ্ধা অভিনীত ওই ছবির প্রথম দিনের পর আয় ১০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।বেশ কিছু দিন ধরেই "পঙ্গা" এবং "ছপাক" নিয়ে তুলনা চলছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এর পিছনে রয়েছে বেশ কয়েকটি কারণ।ব্দ দু"টি ছবিই নারীকেন্দ্রিক। অ্যাসিড আক্রান্ত লক্ষ্মী আগরওয়ালের গল্প শুনিয়েছিল "ছপাক"। অন্য দিকে "পঙ্গা"ও এক কবাডি খেলোয়াড়ের হার-জিতের গল্প বলে।ব্দ দুই পরিবারের প্রধান চরিত্রই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা দুই মেয়ে। অস্তিত্ব প্রমাণের তাগিদে যারা মুখোমুখি হয় চ্যালেঞ্জের।ব্দ দুই ছবিতেই তথাকথিত হিরো নেই। কঙ্গনা এবং দীপিকাই নিয়েছেন হিরোর জায়গা।ব্দ "পঙ্গা" এবং "ছপাক"-এর পরিচালক মহিলা। "পঙ্গা-র পরিচালক অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারি, অন্য দিকে "ছপাক"-এর পরিচালক মেঘনা গুলজার।এখানেই শেষ নয়, দীপিকা পাড়ুকোনের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে যখন গোটা সোশ্যাল মিডিয়া দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল তখন দীপিকার পাশে নামজাদা কিছু বলি তারকা দাঁড়ালেও দীপিকার উল্টো সুরেই কথা বলেছিলেন বলি টাউনের "কুইন"।তিনি বলেছিলেন, "জেএনইউ-তে দীপিকার যাওয়া একেবারেই ওর গণতান্ত্রিক অধিকার। ও খুব ভাল করেই জানে, কী করছে, কেন করছে... সে বিষয়ে আমার কোনও মতামত থাকা উচিত নয়। আমি ওকে বলতেও পারি না যে ওর কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়।" কিন্তু তিনি হলে কী করতেন? এই প্রশ্নে কঙ্গনার জবাব ছিল, "আমি অবশ্যই যেতাম না। দাঁড়াতাম না "টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং"য়ের পাশে। যারা দেশভাগ করতে চায়, তাদের প্রতি আমার কোনও সহানুভূতি নেই। সেনাকর্মীরা মারা গেলে যারা উতসব করে, তাদের কখনওই আমি ক্ষমতায় আনতে চাই না।"বলি-পাড়ার একটা অংশের মত ছিল, কঙ্গনা আসলে বিজেপির সুরেই কথা বলছেন। যাই হোক, প্রথম দিনে "ছপাক"-এর থেকে পিছিয়ে থাকলেও সপ্তাহান্তে "পঙ্গা"র আয় কী দাঁড়াবে? তা দেখতে আপাতত মুখিয়ে নেটিজেনদের একাংশ।

বউয়ের পোশাক পরেছ নাকি?", অদ্ভূত সাজে ফের ট্রোলের শিকার রণবীর

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: "আরে! বউয়ের পোশাক পরে চলে এসেছ নাকি?" রণবীরের পোস্টে প্রশ্ন ছুঁড়লেন জনৈক নেটিজেন। পোশাক নিয়ে অবশ্য এই প্রথম এরকম মন্তব্যের সম্মুখীন রণবীর সিং। কালো রঙের পোলকা ডট শার্ট এবং মাল্টিকালারড স্ট্রাইপ প্যাজো প্যান্ট। মাথায় তার সঙ্গে মানানসই টুপি। চোখে বাহারি রোদচশমা।এমন অবতারেই রণবীরকে দেখা গেল সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবি ভাইরাল হতেই নেটিজেনদের কাছে ট্রোলড হলেন রণবীর সিং। কটাক্ষ করতে ছাড়েননি খ্যাতনামা কমেডিয়ান গৌরব গেরাও।সেলিব্রিটি হওয়াটা কি আর কম ঝক্কির! চারিদিকে হাজারও ক্যামেরা। পাপারাজিদের চেঁচামেচি, ছোটাছুটি, সব সময়েই প্রচারের আলোয়। কাজেই তটস্থ থাকতে হয় সর্বক্ষণ। পান থেকে চুন খসলেই হল। নেটিজেনদের রোষানলে পড়া শুধু মুহূর্তের অপেক্ষা। সম্প্রতি, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে ট্রোলের শিকার রণবীর সিং।ফাঁস হল "বব বিশ্বাস"-এর লুক, অভিষেককে টুইট করে কী বললেন প্রযোজক শাহরুখ?প্রসঙ্গত, রণবীরকে ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই "ফ্যাশনিস্তা" বলেই জানেন। পোশাকের জন্য সর্বত্রই চর্চিত তিনি। জ্জজ্জচঞ্চ থেকে ফ্যাশন শো, রণবীরের পোশাককে যে একটু বাঁকা চোখেই দেখেন সবাই, তা বোধহয় আর নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। এবারও তার অন্যথা হল না। শনিবার ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন রণবীর। সেখানেই অভিনেতাকে বাহারি পোশাকে দেখা গিয়েছে। আর তা দেখেই এক ব্যক্তি রণবীরের উদ্দেশে লিখেছেন, "বউয়ের পোশাক পরে চলে এসেছ নাকি?"কমেডিয়ান গৌরব গেরার মন্তব্য, "এটা কী পোশাক! আশা পারেখ তো কোনও এক ছবিতে এমন পোশাক পরেছিলেন।" তবে সবাই যে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন এমনটাও কিন্তু নয়! এক ভক্ত লিখেছেন, "আপনি আগুন"। আবার আরেকজনের বক্তব্য, "আপনিই আসল রকস্টার।" রণবীর যদিও তাঁর পোশাক নিয়ে সমালোচনায় কোনওরকম কর্ণপাত করেন না। এবারও করেননি।

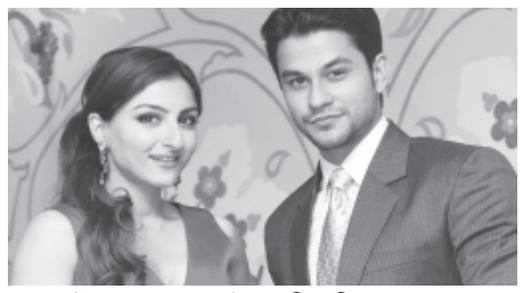

অসাধারণ নাচ দেখার পরও স্ট্রিট ডান্সার থ্রিডি দর্শকদের মনে জায়গা করতে ব্যর্থ

রিয়্যালিটি শো ইন্ডিয়া গট ট্যালেন্ট নিশ্চয়ই সকলেই দেখেছেন। সেই শোয়ের দীর্ঘ পর্বই হলো পরিচালক রেমো ডি"সুজার "স্ট্রিট ডান্সার থ্রিডি"। অনেক দীর্ঘ পর্ব বলতে যা বোঝায় ছবিটি ঠিক সেটাই। তার ওপর বলা যেতে পারে কোনও বিজ্ঞাপন বিরতি ছাড়াই। তার ওপর অপ্রয়োজনীয়ভাবে এত নাচ দেখানো হয়েছে যে দর্শকের মনে হতেই পারে যে এটা সিনেমা না নাচের রিয়্যালিটি শো। তারওপর এটা থ্রিডি, যার অর্থ আপনাকে এটা অনবরত সহ্য করে যেতে হবে। এবিসিডি সিরিজের এই সিক্যুয়েলটাই হয়ত সবচেয়ে বাজে।কাহিনিস্ট্রিটডান্সার থ্রিডি ছবির গল্প মানেই মঞ্চে নাচের প্রতিযোগিতা। এই ছবিও তার ব্যতিক্রম হল না। গল্প শুরু হয়েছে লন্ডন শহর দিয়ে। দু"টি নাচের দল ভারত ও পাকিস্তান। যারা সবসময়ই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে চলেছে। সাহেজের ভূমিকায় বরুণ ধাওয়ান, যিনি ভারতীয় নাচের দলের মাথা, শ্রদ্ধা কাপুর এই ছবিতে পাকিস্তানের নাচের দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, নাম ইনায়ত। প্রভু দেবার রেস্তোরাঁতে এই দুই দলই প্রায়ই আসে। এখানে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে তরজাও যেমন চলে তেমনি দুই দলের মধ্যে চলে নাচের চ্যালেঞ্জও। এই গল্পের পাশে আরও একটি বিষয়কে দেখানো হয়, যা হল অবৈধ অভিবাসীদের সমস্যা। যাঁরা লন্ডনে তাঁদের বড় স্বপ্নকে নিয়ে আসেন কিন্তু টানেলের মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে, ক্ষুধার্ত ও আশ্রয়হীন হয়ে তাঁদের স্বপ্নকে মরে যেতে হয়। ইনায়ত তেমনই বেশ কিছুজনকে সাহায্য করেন এবং সাহেজ নিজের ভুল বুঝতে পারেন। এরপর দুই দলই নাচের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।ছবিতে নাচের দৃশ্য সত্যিই দুর্দান্ত। রঙীন, উদ্দীপনায় ভরপুর এবং দারুণ প্রতিভার যুগলবন্দী দেখা গিয়েছে প্রত্যেকটি নাচে, যা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু নাচগুলির মধ্যে কোনও সেরকম অদল-বদল নেই। প্রভু দেবাকে তাঁর নিজস্ব আইটেম নম্বর মুকাবলা গানে নাচতে দেখা যাবে, যা সত্যিই দর্শকদের জন্য বাড়তি পাওনা ছিল। এরপরই হঠাত পরিচালক রেমো ভারত-পাকিস্তানকে এক করে দিয়ে ব্রিটিশ নাচের দলকে ভিলেন বানিয়ে দেয় এবং ভারত-পাক এক হয়ে "মিলে সুর মেরা তুমহারা" গানে নাচতে শুরু করে।অভিনয়অভিনয়ের ক্ষেত্রে নজর কাড়লেন বরুণ ধাওয়ান ও শ্রদ্ধা কাপুর। এই জুটিকে এর আগেও একই সঙ্গে পেয়েছে দর্শকেরা।

ফলে পর্দায় তাঁদের রসায়ন নিয়ে কোনও খামতি রইল না। নোরার ভূমিকা ছবিতে তেমন না থাকলেও, মঞ্চ জুড়ে উষ্ণতা ছড়ালেন তিনি। তেমনই সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল নাচের অংশগুলো। অন্যান্যরাও তাঁদের চরিত্রে যথাযথই ছিলেন।চিত্রনাট্যছবির চিত্রনাট্যে একাধিক খামতি থেকে গেল। গল্প দানা বাঁধল না। ফলে কোথাও গিয়ে ছবি জমল না। ভারত-পাকিস্তান মানেই যে প্রতিযোগিতা, সেই ছকে বাঁধা গেল না ছবিকে। প্রথম থেকেই দর্শক মনোসংযোগ হারায়। গল্প দানা বাঁধার আগেই যেন শেষ হয়ে যাচ্ছিল ছবির অংশগুলো। গল্পের উপস্থাপনাতেও রইল একাধিক খামতি। সিনেম্যাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে দর্শকদের মনে আশ মিটল। যদিও প্রতিটি দৃশ্যে একাধিক প্রপ ব্যবহার করার ফলে থ্রিডি বড্ড বেশি চোখে লাগে। পাশাপাশি ছবির গানের দৃশ্য থেকে শুরু করে আউটডোর শ্যুটিং সবেতেই এক ঝাঁচকচক বিষয় লক্ষ্য করা যায়। তবে অতিরিক্ত মশলায় ভারসাম্য হারাল ছবি।পরিচালনাপরিচালনার ক্ষেত্রে ছবিটিতে বেশ কয়েকটি জায়গায় খামতি থেকে গেল। ছবির পরতে পরতে লক্ষ্য করা গেল কেবল নাচকেই হাতিয়ার করার প্রয়াস। কিন্তু কোথাও গিয়ে সেই কৌশল কাজে লাগল না। ছবির প্রথমার্ধে খানিকটা বুঝতে অসুবিধা হলেও, ছবির শেষ অংশে হতাশ হতে হল দর্শকদের। থাকল না আশানুরূপ ধার।

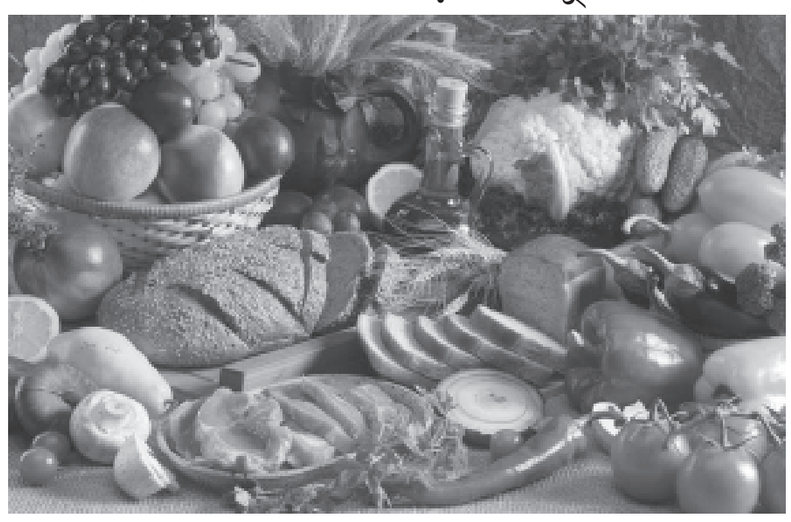

২০২৩ সাল থেকে আকাশে চলবে ট্যাক্সি! জানুন ভবিষ্যতে আর কি কি দেখবেন আপনি

গত মঙ্গলবার থেকে আমেরিকার লাস ভেগাসে শুরু হয়ে গেছে ২০২০-র বিশ্বের সবথেকে বড় ইলেকট্রনিক্স সম্মেলন কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স শো বা সিইএস ২০২০। এই শোতে ভবিষ্যতে তৈরি হতে চলা বেশকিছু নতুন ইলেকট্রনিক্স জিনিস, এবং বেশ কিছু কোম্পানির ভবিষ্যত কার্যক্রম লঞ্চ করা হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আপনাদের জানাবো। জাপানে টয়োটা ১৭৫ একর জায়গা নিয়ে ভবিষ্যতের শহর তৈরি করার পরিকল্পনা নিচ্ছে যাদের থাকবে নতুন ধরনের রাস্তা, রোবট ইত্যাদি। সঙ্গে ২,০০০ জন মানুষও এই শহরে থাকতে পারবেন। এই শহরটিকে উইভেন সিটি (বোনা শহর) নাম দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও হুন্ডাই এবং উবের মিলে শুরু করতে চলেছে এয়ার ট্যাক্সি প্রোজেক্ট। যা আগামী ২০২৩ এরমধ্যে লঞ্চ করা হবে। দূষণ থেকে বাঁচার জন্য তৈরি করা হচ্ছে নতুন ধরনের ফেস মাস্ক। স্যামসাং আনতে চলেছে ইনভিজিবল কিবোর্ড। যেটি ফোনের সেলফি ক্যামেরার মাধ্যমে আপনার আঙুলের নড়াচড়া দেখে লিখবে।এছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি নতুন প্রজেক্ট যেমন মার্সিডিজ বেঞ্জের এভিটিয়ার কনসেপ্ট গাড়ি, ঘরের নজরদারি করার জন্য একটি ছোট বলের আকৃতির রোবট আসতে চলেছে।

যে খাবেরগুলি আমাদের হাড়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর!

ডিএনএ বাংলা ডেস্কঃ আমাদের কঙ্কাল আসলে আমাদের শরীরের কাঠামো। এই কঙ্কাল আমাদের দেহকে সঠিক আকারে এবং সঠিক ভাবে চলাচলে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু হাড়ের যত্নের বিষয়ে আমরা বেশির ভাগ মানুষই খুব উদাসীন বা তেমন ভাবে কিছু জানি না। ফলে আমাদের অজ্ঞতা এবং অবহেলার জেরে আমরা এমন কিছু কাজ করি যা আমাদের হাড়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। হাড়ের রোগগুলোর মধ্যে অস্টিওপোরোসিস বর্তমানে সব থেকে বেশি নজরে পড়ে।এই রোগটির কারণে হাড়ের মজবুত গঠন খয়ে যেতে থাকে। তবে কিছু খাবার রয়েছে যেগুলো হাড়ের অকাল ক্ষয়ের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। কিন্তু আমরা অনেকেই নিজেদের অজান্তে এই সব খাবার খেয়ে চলেছি প্রতিদিন। আসুন জেনে নেওয়া যাক তেমন কয়েকটি খাবার বা খাদ্য উপাদানের কথা যেগুলো আমাদের হাড়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।অতিরিক্ত লবণাক্ত খাবার:লবণ অর্থাত সোডিয়াম ক্লোরাইড দেহ থেকে ক্যালসিয়াম বের করে দিয়ে হাড়কে দুর্বল করে দেয়। চিপস, বিভিন্ন ফাস্ট ফুড, কাঁচা খাবারে বা সালাদে মেশানো লবণ হাড়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ ছাড়াও খাওয়ার সময় খাবারের পাতে বাড়তি লবণ খাওয়াও হাড়ের জন্য বেশ ক্ষতিকর।অতিরিক্ত মাংস খাওয়া:মাংস হচ্ছে প্রাণীজ প্রোটিন। অতিরিক্ত মাংস মানেই অতিরিক্ত প্রোটিন। এই প্রোটিন শরীরে অতিরিক্ত অ্যাসিড তৈরি করে, যাকে নিস্ক্রিয় করতে ক্যালসিয়াম কাজ করে থাকে। যার ফলে হাড়ে ক্যালসিয়াম কম পৌঁছে। এতে হাড়ের ক্ষতি হয়।সফট ড্রিংকস বা নরম পানীয়:ছেলে-বুড়ো সকলেরই পছন্দের পানীয় সফট ড্রিংকস প্রতিনিয়ত হাড় ক্ষয় করে চলেছে। এ সব নরম পানীয়তে রয়েছে ফসফরিক অ্যাসিড যা পস্রাবের মাধ্যমে দেহের ক্যালসিয়াম শরীর থেকে বের করে দেয়। যার ফলে অস্থি ক্ষয়ে যেতে থাকে।ক্যাফেইন:চা ও কফির ক্যাফেইনও হাড়ের ক্ষয়ের জন্য দায়ী। চা বা কফি যদি নিয়ম মেনে মাত্রা রেখে পান করেন, তাহলে তা খুব একটা ক্ষতিকর কিছু নয়। দিনে দু" কাপের বেশি চা-কফি পান করা একেবারেই উচিত নয়।

১৫ দিনে ২০০ কোটি! চমক দিচ্ছে "তানাজি"

দ্য ওয়াল ব্যুরো: দু"সপ্তাহে ২০২ কোটি। "তানাজি"-র ব্যবসার পরিমাণ দেখে চমকে যাচ্ছেন ফিল্ম ক্রিটিকরাও। নতুন বছরের প্রথমেই রিলিজ হয়েছিল অজয় দেবগণের ১০০তম ছবি "তানাজি-দ্য আনসাং ওয়ারিয়র"। তারপর রিলিজ হয়েছে আরও বেশ কয়েকটি নামিদামি ছবি। তবে কঙ্গনা রানাওয়াতের "পাঙ্গা" এবং "স্ট্রিট ড্যান্সার" রিলিজের পরেও টেক্কা দেওয়া যাচ্ছে না "তানাজি"-কে। বরং ১৫ দিনের মধ্যেই ২০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছে গিয়েছে এই সিনেমা।মারাঠা জাতির বীরগাথা, আবেগ, অজয় দেবগণ এবং কাজলের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি, আর ঐতিহাসিক কাহিনীই এই ছবির ইউএসপি বলে মনে করছেন ফিল্ম বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে ছবির বক্স অফিস কালেকশন দেখে ইতিমধ্যেই বাজি ধরতে শুরু করেছেন ফ্যানরা। ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে আগামী দিনে আরও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে "তানাজি"-র ব্যবসার পরিমাণ। ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ টুইট করে জানিয়েছেন, শেষ পাঁচদিনে ৫০ কোটির ব্যবসা করেছে এই ছবি।কেবল মহারাষ্ট্র নয়, পূর্ব পঞ্জাব, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ এবং বাংলাতেও "তানাজি"-র ব্যবসার পরিমাণ যথেষ্ট ভাল। তানাজি মালুসরে ছিলেন মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজির ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্মী। তাঁর সাহসিকতার কথা আজও মারাঠিদের মুখে মুখে ঘোরে। এই তানাজি মালুসরের বীরগাথাই দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। আর তানাজি মালুসারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অজয় দেবগণ। তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীর চরিত্রে রয়েছেন কাজল। এছাড়াও ছবির মূল খলনায়ক উদয়ভানের চরিত্রে রয়েছেন ছোটে নবাব সইফ আলি খান। গত ১০ জানুয়ারি রিলিজ হয়েছে "তানাজি"। রিলিজের দিনই ছবির ব্যবসা দেখে অনেকে বাজি ধরে বলেছিলেন, খুব তাড়াতাড়ি এই সিনেমা ১০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছবে। প্রত্যাশার থেকেও তাড়াতাড়ি ১০০ কোটি ব্যবসা করে ফেলেছিল এই ছবি। ট্রেন্ড দেখে ফিল্ম বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন এবার পালা ২০০ কোটির। সেই মতোই দু"সপ্তাহের মধ্যেই ২০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছে গিয়েছে "তানাজি"।

বিয়ের সেই দিনটা কেমন ছিল সোহা-কুনালের

সালটা ২০১৫। ঠিক আজকের দিনের গাটছড়া বেঁধেছিলেন বলি অভিনেতা কুনাল খেমু এবং শর্মিলা কন্যা সোহা আলি খান। আজ সেই বিশেষ দিন। আর এই বিশেষ দিন উপলক্ষ্য উদযাপনে মাতলেন গোটা পতৌদি পরিবার। পঞ্চম বিবাহবার্ষিকীর এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে বিয়ের ছবি, ভিডিও প্রকাশ্যে আনলেন নবাবকন্যা সোহা। নিজের সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে সেই বিয়ের ভিডিও পোস্ট করেছেন। এবং ক্যাপশনে লিখেছেন "অলওয়েজ"।বিয়ের পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে সোহা একাই নন, কুনালও বিয়ের দিনের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। এবং ভিডিওটি শেয়ার করে তার ক্যাপশনে কুনাল লিখেছেন, "শুভ বিবাহবার্ষিকী। দেখতে দেখতে ৫ বছর কেটে গেলয আমাকে একটা আনন্দে ভরা সুন্দর বিবাহিত জীবন উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এবং আনন্দে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় পাশি থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাকে তোমার সন্তানের বাবা হতে দেওয়ার সুযোগ দিয়ে যে নতুন জীবন তুমি দিয়েছ তার জন্যও ধন্যবাদ "।বিয়ের কয়েকদিন আগে থেকেই সোহা আলি খানের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন কুনাল। ২০১৪ সালে প্যারিসে বিয়ের প্রস্তাব দেন কুনাল। তার ঠিক এক বছর পরেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন সোহা-কুনাল। তারপরেই জীবনে আসে ছোট্ট ইনায়া। তারপর থেকেই রূপোলি পর্দা থেকে নিজেকে অনেকটাই দূরে রেখেছেন সোহা। এখন তিনি পুরদুস্তর গৃহিনী। থুড়ি শুধু গৃহিনী নয়, পুরোদস্তুর মাও সোহা।

৩০ বছর বয়স হলে এড়িয়ে চলুন এ খাবার

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বয়স ৩০ এ কিছু কিছু খাবার এড়িয়ে না চললে শরীরে ক্যান্সার, ডায়াবেটিসসহ জটিল অসুখ বাসা বাঁধতে পারে। থেকে নিজেকে সুস্থ রাখতে নিয়মিত খাদ্য তালিকার দিকে নজর রাখতে হবে।বয়স ৩০ হলে যেসব খাবার পরিবার করতে হবে আসুন জেনে নিই সেই সম্পর্কে-স্ট্রতরল জাতীয় খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত স্ট্র ব্যবহার করা হয়। স্ট্র দিয়ে খেলে ত্বক কুঁচকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। স্ট্র প্লাস্টিক জাতীয় হওয়ায় এটি পরিবেশের জন্যও হুমকিস্বরূপ।চাষ করা মাছবাজারে ৭০ শতাংশ মাছ আসে চাষের। এসব মাছ দ্রুত বড় করতে যেসব খাবার খাওয়ানো হয়, সেসবের অধিকাংশ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। শরীরের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে নদীর কিংবা সামুদ্রিক মাছ খাওয়া ভালো। দইদই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কিন্তু বিভিন্ন স্বাদের দই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। দইয়ে স্বাদ দিতে তাতে চিনি দেয়া হয়।

চিনি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন জানান, প্রতিদিন একজন পুরুষের ৩৮ গ্রাম এবং নারীর ২৫ গ্রাম দই খাওয়া ভালো।সয়াসয়া শরীরের জন্য সাময়িক ভালো হলেও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে। সয়া থাইরয়েডের ফাংশনের জন্যও ক্ষতিকর।সাদা পাউরুটিবয়স ৩০ হলে সাদা পাউরুটি এড়িয়ে চলা ভাল। এতে ফাইবারের মাত্রা একেবারেই কম। খাবার হজম করতে এবং সুস্থ থাকতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে এমন খাওয়া দরকার।বেকারি পণ্য ও জাংক ফুডদোকান থেকে যেসব বেকারি পণ্য কেনা হয় সেসব খাবারে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এসব রাসায়নিক পদার্থ শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া জাংক ফুড শরীরের জন্য ক্ষতিকর।লের জুসজুসের চেয়ে ফল বেশি স্বাস্থকর খাবার। জুস করার কারণে ফাইবারের পরিমাণ কম খাওয়া হয়। এবং জুস করার করতে গিয়ে তাপে ফলের বিভিন্ন উপাদানের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

স্মার্টফোন ব্যবহার করেন? হ্যাক থেকে বাঁচতে মেনে চলুন এই পদ্ধতি

এখন স্মার্টফোন সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি ভিডিও ডকুমেন্ট স্টোর করে রাখার জন্য স্মার্টফোন সবথেকে ভালো ডিভাইস। কিন্তু এই স্মার্টফোনের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্মার্টফোন হ্যাক হয়ে যাবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ আমরা আপনাদের জানাবো কিভাবেআপনারা হ্যাকারদের থেকে বাঁচতে পারবেন- মোবাইলের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিতভাবে আপডেট করতে থাকুন তাহলে হ্যাকাররা আপনার ফোন সহজে হ্যাক করতে পারবে না। আপনার মোবাইলে একটু কঠিন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন যাতে সহজে আপনার ফোন অ্যাক্সেস করা না যায়। পাবলিক ওয়াইফাই ব্যবহার না করাই ভালো কারণ এই ধরনের ওয়াইফাইতে হ্যাকিংয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কোন থার্ড পার্টি অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করবেন না কেবলমাত্র গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপেলের অ্যাপস্টোর ব্যবহার করুন। আপনার ফোন হ্যাক হয়ে গেলে সবার আগে ইন্টারনেট বন্ধ করুন তারপর আপনার ফোনের সন্দেহজনক অ্যাপটিকে আনইন্সটল করুন। তারপর সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাপকে মোবাইল থেকে সরিয়ে ফেলুন এবং ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলে অ্যাকাউন্ট ব্লক করুন।

কাছাড়ের গুমড়া বাগানে ত্রিপুরার বাসিন্দা জনৈক লরি চালকের লাশ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

কাটিগড়া (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ৭১-তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কাছাড় জেলার পশ্চিম কাটিগড়ার গুমড়া বাগানে জনৈক লরি চালকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। নিহত লরি চালককে ত্রিপুরার বাসিন্দা জনৈক অরূপ দেবনাথ (২৩) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনাকে খুনঘটিত মনে করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গেছে, শুক্রবার রাত ৮-টা নাগাদ ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গলায় বড় রুমাল দিয়ে ফাঁস জড়ানো একটি মৃতদেহ দেখে স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে গুমড়া পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে গলাকাটা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে। মৃত যুবকের সঙ্গে মজুত কাগজপত্র দেখে তাকে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর এলাকার বাসিন্দা অরূপ দেবনাথ (২৩) বলে শনাক্ত করে পুলিশ। প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে অরূপের মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে উদ্ধারকৃত কাগজপত্র ঘেঁটে তার বাড়ির ঠিকানায় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ। পুলিশের কাছে খবর পয়ে অরূপ দেবনাথের ভগ্নিপতি-সহ পরিবারের লোকজন শিলচর মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে গিয়ে লাশটি শনাক্ত করেন।

অন্যদিকে শুক্রবার রাতে করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানা এলাকার ভাঙ্গা বাজার থেকে এএস ০৬ এসি ৫৫৪১ নম্বরের একটি ট্রাক উদ্ধার করে পুলিশ।

গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি এয়ারগান ও কিছু নথিপত্র উদ্ধার করেন ভাঙ্গা পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ রঞ্জিত সিংহ। অরূপ দেবনাথ ওই ট্রাকের চালক ছিল বলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভাঙ্গা পুলিশ ওয়াচপোস্টে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

অরূপের ভগ্নিপতি জানান, গুয়াহাটি থেকে হিন্দুস্থান লিভারের প্রায় দুই কোটি টাকার সামগ্রী নিয়ে আসছিল সে। গুমড়ায় আসার পর তার মোবাইল অফ হয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শনিবার সকালে পুলিশের কাছে জানতে পারেন, এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এটি অরূপের মৃতদেহ কি না শনাক্ত করতে তাঁদের ডাকা হয়েছিল। ভাঙ্গা পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ রঞ্জিত সিংহ জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। এ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত তাঁরা কাউকে গ্রেফতার করতে পারেননি।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত হয় একটি রক্তদান শিবির ও পরীক্ষা কেন্দ্র। ছবি- নিজস্ব।

করোনা ভাইরাসের আশঙ্কায় কেরলে ৭ জনের উপর নজরদারি

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ জানুয়ারি(হি.স) : চিনের করোনা ভাইরাসে মৃত্যুভয় ধরিয়েছে গোটা বিশ্ববাসীর মনে। এই প্রাণঘাতী ভাইরাস থেকে বাঁচতে ভারত সহ প্রতিটি দেশই আগাম সতর্কতা অবলম্বন করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতে চিনের এই ভয়ঙ্কর ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেননা চিন থেকে এদেশে ফেরা ১১ জন ব্যক্তির শরীরে ওই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক লক্ষণের দেখা মিলেছে। ফলে স্বাভাবিক জনজীবন থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে তাঁদের। এখনও পর্যন্ত খবর, কেরলে ৭ জন, মুম্বইয়ে ২ জন এবং বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদে ১ জন করে ব্যক্তির শরীরে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেছে, ফলে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁদের। কেরালায় মোট ৮০ জনের উপর কড়া দৃষ্টি রাখা হয়েছিল, তবে তাঁদের মধ্যে ৭৩ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ দেখা যায়নি। তবে ৭ জনের মধ্যে জ্বর এবং কাশির লক্ষণ থাকায় চিকিৎসা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁদের। 'এই সাত জনের মধ্যে করোনা ভাইরাসের বিরাট কোনও লক্ষণই দেখা যায়নি, তবে মূলত ওই ভাইরাস থেকে এ দেশেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে, তাই আমরা সেই ওই ৭ জনের দিকে আলাদাভাবে নজর দিয়েছি', বলেন কেরলের এক স্বাস্থ্য আধিকারিক। কেরালার নোডাল অফিসার ইনচার্জ ডঃ অমর ফেটেল বলেন,' শুক্রবার করোনা ভাইরাসের প্রাথমিক লক্ষণ মেলায় মোট ৭ জনকে (কেরলে) হাসপাতালের একটি বিশেষ ওয়ার্ডে চিকিৎসা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে, প্রাথমিক সতর্কতা হিসাবেই ওই পদক্ষেপ করা হয়েছে'। এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসের আক্রমণে চিনে ইতিমধ্যেই ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কমপক্ষে ১,৩০০ জনের মধ্যে এই রোগে সংক্রামিত হয়েছে বলে খবর। করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক এশিয়া মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশ সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছে।

বোরখা পরে আসতে পারবেন না ছাত্রীরা, নোটিস পাটনার কলেজে

পাটনা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): বোরখা পরে আসতে পারবেন না ছাত্রীরা। শনিবার এমনই নোটিস পড়ল পাটনার জে ডি ওমেনস কলেজে। কলেজের নোটিস বোর্ডে লেখা হয় কলেজ চত্বরে কোনও ছাত্রী বোরখা পরে আসতে পারবেন না। এই পোশাক বিধি ভাঙলে দিতে হবে ২৫০ টাকা জরিমানা। নোটিসে সাক্ষর করেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও প্রোক্টর। ওই নোটিস পরতেই শুরু হয়ে যায় বিতর্ক। বিক্ষোভ দেখান ছাত্রীরা। যদিও পরে নোটিসটি খুলে নেওয়া হয় বলে খবর উ

বোরখা নিষিদ্ধ করার বিষয়টিকে সমর্থন করেন কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ড় অশোক কুমার যাদব। তিনি বলেন, কলেজ যে পোশাক বিধি তৈরি করেছে তা মেনেই কলেজে আসতে হবে। তা না মানলে ২৫০ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

পাটনা হাইকোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী প্রভাকর টেকরিবাল জানান, আইনজীবীরা আদালতে ড্রেস কোড পালন করে। আদালতে কেউ বোরখা পড়ে আসেনা। আর এই নিয়ম কলেজেও চালু হলে, আপত্তি জাহির করা অনুচিত। এই নিয়মকে আইনেও অবৈধ বলা যাবেনা।

অন্যদিকে, কিছু মৌলানা এই নিয়মে আপত্তি জাহির করেছে। তাঁরা জানিয়েছে যে, যেহেতু নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, সেহেতু এটার বিরোধিতা হবেই। জেডি মহিলা কলেজের এই পদক্ষেপ ভুল। এই নিয়মে উপাচার্যের মানসিকতা কি বোঝা যায়। মৌলানা বলেন যে, মুসলিমদের নিশানা করেই এই নিয়ম বানানো হয়েছে। এটা সমাজকে ভাঙার কাজ চলছে।

এদিকে, ওই নোটিস দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই তা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ড শ্যামা রায় বলেন, কলেজে ইতিমধ্যেই মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোবাইল ফোন ব্যবহার করার জন্য একটি স্থান ঠিক করা হয়েছে। বোরখা ব্যবহারের ওপরে কোনও বিধিনিষেধ আর নেই। তবে তারা চাইলে বোরখা খুলে ক্লাসে আসতে পারেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কলেজে একটি নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা। বোরখা নিষিদ্ধ করার নির্দেশ তুলে নেওয়া হয়েছে।

হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়কের ২৫ কিলোমিটার অংশের ঠিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এনসি হিলস ছাত্র সংগঠন

হাফলং (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের এএস ২১ প্যাকেজের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশের সড়ক নির্মাণের কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের নির্মাণ সংস্থা রত্না ইনফ্রা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে। কিন্তু ঠিকাভিত্তিক এই সড়ক নির্মাণের কাজ রত্না ইনফ্রা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড শিলচরের লক্ষ্মী মোটরস হাতে তুলে দিয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম।

তিনি জানান, ইতিমধ্যে এএস ২১ প্যাকেজের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশের সড়ক নির্মাণ ও মেরামতির জন্য ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। গত ১০ জানুয়ারি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সড়ক নির্মাণ ও মেরামতির কাজের ঠিকা তুলে দিয়েছিল দক্ষিণ ভারতের নির্মাণ সংস্থা রত্না ইনফ্রা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে। কিন্তু রত্না ইনফ্রা নামের কোম্পানি এবার এই কাজ ঠিকাভিত্তিক তুলে দিয়েছে শিলচরের লক্ষ্মী মটরস নামের কোম্পানির হাতে। অভিযোগ তুলে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম বলেন, গত ৩ বছর থেকে শিলচরের লক্ষ্মী মটরস জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশের সড়ক মেরামতির কাজে যুক্ত রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত লক্ষ্মী মটরস সড়কটি মেরামতি করে সচল করে তুলতে পারেনি, সম্পূর্ণ ব্যর্থ তারা। এমতাবস্থায় শিলচরের লক্ষ্মী মটরসকে অবিলম্বে কালো তালিকাভূক্ত করে সড়ক সংস্কারের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি।

ডেভিড কেভম বলেন, এর আগেও এইচসিসি এনকেসি জেকেএম সিমপ্লেক্সের মতো নির্মাণ সংস্থাকে কাজের বরাত দেওয়া হলেও ওই সব কোম্পানি কাজ ছেড়ে দিয়ে সাব-কনট্রাক্টের ভিত্তিতে অন্য কোম্পানির হাতে কাজ তুলে দিয়েছে।

যার ফলে সরকারের কোটি টাকা শুধু নষ্ট হয়েছে, সড়ক নির্মাণের কাজ এগোয়নি। এমন-কি জাটিঙ্গা থেকে হাফলং পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজ নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত চলার পাশাপাশি আদালতে মামলা চলছে। তাই এবার জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা নিয়ে কোনও ধরনের দুর্নীতি হলে এ নিয়ে সরব হবে ছাত্র সংগঠন। ডেভিড কেভম বলেন, জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশের কাজ রত্না ইনফ্রা কোম্পানিকেই করতে হবে। কোনও অবস্থায় এই কাজ লক্ষ্মী মটরসকে করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন ডেভিড কেভম।

বড়বাজার থেকে সাড়ে ছ''কোটি টাকার সনো-রূপো বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের সনো ও রুপোর চোরা পাচার রুখলেন ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের (ডিআরআই) কলকাতা আঞ্চলিক শাখার গয়েন্দারা। বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকার মূল্যের সনো ও রুপোর বাট।

সনো ও রুপো পাচারের অভিযোগে শুক্রবার গ্রেফতার করা হয় পাচার চক্রের সদস্য অনুরাগ জালান এবং তার সঙ্গী বৈকুণ্ঠকে। এদের মধ্যে অনুরাগ জালানের কাছ থেকে বেশি পরিমাণ চোরাই সনো উদ্ধার হয়। ধৃতদের শনিবার আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। জেরা করে এই চক্রের সঙ্গে দেশে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আরও কারা যুক্ত রয়েছে সে ব্যাপারে জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন ডিআরআইয়ের গয়েন্দারা।

ডিআরআই সূত্রের খবর, গপেন একটি খবরের ভিত্তিতে জানা যায়, বড়বাজার অঞ্চলের সনো পট্টিতে কয়েকটি দোকানে চোরাই সনো ও রুপো ঢুকেছে।

তার পরেই ডিআরআইয়ের গয়েন্দারা অভিযান চালান। ডিআরআই জানিয়েছে, অভিযানে গিয়ে কয়েকটি দোকানে তল্লাশি চালিয়ে গয়েন্দারা হতবাক হয়ে যান।

কারণ বিপুল পরিমাণ সনো ও রূপো বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে শহরে ঢুকেছে বলে তারা প্রাথমিকভাবে জানতে পারেন। ডিআরআই-এর দাবি, উদ্ধার হওয়া সনো ও রুপোর মূল্য প্রায় সাড়ে ছ''কোটি টাকা। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন কোন পথে শহরে ওই সনোরুপো এল, অন্য কোথাও ওই সনো রুপো পাচার হওয়ার কথা ছিল কিনা প্রভৃতি।

পাম তেলের ইস্যুতে ভারতের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাল নেপাল

কাঠমাণ্ডু, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারত পাম তেলের আমদানি বয়কট করায় বিপাকে পড়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল। নেপালের অর্থমন্ত্রী যুবরাজ খাটিওয়াড়া বলেন, ভারতের এই সিদ্ধান্তে আমাদের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে । আশা করছি ভারত তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে । নেপালের অর্থমন্ত্রী যুবরাজ খাটিওয়াড়া শনিবার বলেন, 'আমাদের রফতানির ২৫ শতাংশই পাম তেল সম্পর্কিত, ভারতের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ আকস্মিক ছিল । ভারতের এই সিদ্ধান্তে আমাদের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে । আশা করছি ভারত তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে । আপাতত কূটনৈতিক মাধ্যমে আলোচনা চলছে, প্রয়োজন হলে রাজনৈতিক মাধ্যমেও আলোচনা করা হবে। আমাদের এই বিষয়ে মধ্যস্থতা করতেও অসুবিধা নেই, কারণ আমরা কোনও দেশের পক্ষে হয়ে কথা বলব না ।''''

মূলত ভারত-মালয়েশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কারনে বিপাকে পড়েছে নেপাল । সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চ থেকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মহাথির মহম্মদ কাশ্মীর ও সিএএ নিয়ে ভারতের সমালোচনা করে বলেন, কাশ্মীরকে জোর করে দখল করে রেখেছে ভারত । তিনি সিএএ-কেও 'চূড়ান্ত অন্যায়' বলে অ্যাখ্যা দেন । এরপরই তাদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে । ২০১৯ সালেই ভারত মালয়েশিয়া থেকে ৪৪ লক্ষ টন পাম তেল আমদানি করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি পরিশোধিত পাম তেল ও পামোলিনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারত । যার জেরে বিপাকে পরলেও দমতে নারাজ মালয়েশিয়া উ তবে ভারতের এই সিদ্ধান্তে নেপাল যে সমস্যায় পরেছে তাঁর প্রমান নেপালের অর্থমন্ত্রী যুবরাজ খাটিওয়াড়ার এদিনের মন্তব্য উ তবে নেপালের আবেদনে ভারত সাড়া দেয় কিনা সেটাই এখন দেখার ।

ফ্রান্সে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত তিন

প্যারিস, ২৫ জানুয়ারি(হি.স) : ফ্রান্সে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত তিনজন। ইউরোপে এই প্রথম এই ভাইরাসে আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে।আক্রান্তের একজন বোর্দো এবং একজন প্যারিসের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আক্রান্তদের একজনের নিকটাত্মীয়ও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ফরাসি স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, এরা তিনজনই সম্প্রতি চিনে গিয়েছিলেন। তাঁদের আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে। আক্রান্ত ৪৮ বছরের একজন ইউহান হয়ে দেশে ফিরেছেন। ফ্রান্সে ফেরার পর তিনি কার কার সঙ্গে মিশেছেন, তাও জানার চেষ্টা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসের আক্রমণে চিনে ইতিমধ্যেই ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কমপক্ষে ১,৩০০ জনের মধ্যে এই রোগে সংক্রামিত হয়েছে বলে খবর। করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক এশিয়া মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশ সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছে।

দুই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'ঘুষ নেওয়ার' স্টিং অপারেশন, পদত্যাগের দাবিতে বিজেপি-র বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৫ জানুয়ায়ি (হি. স.) : রাজ্যের দুই মন্ত্রীর ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের স্টিং অপারেশনকে কেন্দ্র করে শনিবার রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওই দুই মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি-র বেশ কিছু সমর্থক।

বিতর্কের সূত্রপাত একটি টিভি চ্যানেলের তরফে স্টিং অপারেশন। তাতে দেখানো হয়েছে স্কুলে রোবোটিকস সায়েন্স চালুর ব্যবস্থার নামে পরিষদীয় প্রতিমন্ত্রী এক তাপস রায় এবং অপর এক মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ টাকা নিচ্ছেন। লেনদেনের কথা বলার পর চন্দ্রনাথবাবু তোয়ালেতে মোড়া টাকা নিচ্ছেন। যিনি টাকা দিলেন সবিনয়ে আশীর্বাদ চাইতে মাথা নিচে করলে হাত বাড়িয়ে মন্ত্রী আশীর্বাদ করছেন। স্টিং অপারেশনে অন্যদিকে দেখানো হয়, তাপস রায়ের সঙ্গে 'দাদা' সম্বোধন করে এক ব্যক্তি হিন্দিতে কথা বলছেন। ওই ব্যক্তি তাঁর পরিচয় দিয়ে স্কুলগুলিতে রোবোটিকস সায়েন্স চালু করে তাঁদের কিছু সুযোগ দেওয়ার কথা। বিনিময়ে মন্ত্রীকে ওই ব্যক্তি এক লক্ষ টাকা দিতে চান। তাপসবাবু বলেন, সিসিটিবি-তে বিষয়টি ধরা পড়তে পারে। ওই ব্যক্তি যেন রাহুল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁকে সব বলা আছে। ওই ব্যক্তি ধন্যবাদ জানিয়ে তাপসবাবুকে বলেন, "দাদা একটু মনে রাখবেন। "

আজ সন্ধ্যায় এই দুই মন্ত্রীর দৃশ্য চ্যানেলে দেখানো হয়। চন্দ্রনাথবাবু টাকা নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে সাজানো ও ভিত্তিহীন ছবি বলে মন্তব্য করেন।

তাপসবাবু প্রথমে বলেন, "আমি রাহুল রায় নামে কাউকে চিনিনা। তাই তাঁকে টাকা নেওয়ার নির্দেশের কথা ভিত্তিহীন।"

কিন্তু রাহুল রায়ের সঙ্গে তাপসবাবুর বৈঠকের ছবি দেখাতেই তাপসবাবু বলেন, "আমি ওঁকে ২০ বছর ধরে চিনি। তবে এই ভিডিও ফুটেজ জাল। আমার কণ্ঠস্বর অনেক ভারি। ভিডিওতে আমি বলে যাকে দেখানো হচ্ছে, তাঁর গলার স্বর অন্যরকম।

এটা যদি ঠিক হয় আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।

অন্যথায় চ্যানেল বন্ধ করার ব্যবস্থা করব।" এরপর বিজেপি যুব মোর্চার বেশ কিছু সমর্থক রাজ্য বিজেপি অফিসের কাছে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে দুই মন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ ও ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়ে ফিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।

পুলিশ এসে তাদের সরিয়ে দেয়। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে পুলিশ আটক করে। পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লি থেকে আপকে উপড়ে ফেলার ডাক অমিতের

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি থেকে আম আদমি (আপ) সরকারকে উপড়ে ফেলে দেওয়ার ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শনিবার রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দিল্লিকে বিশ্বমানের রাজধানীতে পরিণত করতে হলে আম আদমি সরকারকে উপড়ে ফেলতে হবে। কারণ এই স্বপ্ন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দ্বারা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শহরে(দিল্লি) বিজেপি সরকার গঠন হলেই, তা সম্ভব। আপ এবং কংগ্রেসের হাতে দিল্লি এবং ভারত নিরাপদ নয়। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতেই দেশ নিরাপদ ও সুরক্ষিত।

সিএএ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, সিএএ নিয়ে অযথা মিথ্যাচার করছে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি। সিএএ কার্যকর হলে কোনও নাগরিক নিজেদের নাগরিকত্ব খোয়াবে না। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে কেজরিওয়ালের নিন্দায় মুখর হয়েছেন তিনি।

দেশের বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিকে কটাক্ষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, দুই বছর আগে জেএনইউর ক্যাম্পাস থেকে ভারতকে হাজার টুকরো করার আওয়াজ উঠেছিল। সেই সময় কেজরিওয়াল সরকার কিছু করেনি।

উল্লেখ এদিন বিজেপির তরফে প্রথমে বিশাল মিছিল করা হয়। সেই মিছিলের নাম দেওয়া হয় জিত কি গুঞ্জ(জয়ের ডাক)। মিছিলের পরে একটি সমাবেশ হয়। যেখানে ভাষণ দেন অমিত শাহ।

মাদারিহাটে বাজেয়াপ্ত অবৈধ কাঠ

রাঙ্গালিবাজনা, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.) : শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের গোপালপুর চা বাগান থেকে সেগুন গাছের দশটি গুঁড়ি বাজেয়াপ্ত করলেন বনকর্মীরা।

এদিন খবর পেয়ে ধূমচী বিট ও দক্ষিণ খয়েরবাড়ি বিটের কর্মীদের সঙ্গে মাদারিহাট রেঞ্জের বনকর্মীরা অভিযানে নামেন। বনদপ্তর সূত্রের খবর, নদীর পাড়ে ও পার্শবর্তী মাঠে গুঁড়িগুলি ফেলে রাখা হয়েছিল। বনদপ্তরের সন্দেহ, চা বাগান সংলগ্ন ধূমচী বনাঞ্চল থেকে সেগুন গাছগুলি কেটে আনা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত করা গাছের গুঁড়িগুলির আনুমানিক বাজারদর প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বলে বনদপ্তর সূত্রের খবর। তবে, এদিন বনদপ্তরের অভিযানে গাছের গুঁড়ি বাজেয়াপ্ত হলেও কাঠ পাচার চক্রের সাথে জড়িত কেউ ধরা পড়েনি। মাদারিহাটের ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জার বিশ্বজিৎ বিষই বলেন, 'পাচারচক্রের সাথে জড়িতদের খোঁজ চলছে'।

বসিরহাটে সিএএ-এর সচেতনতায় সভা করল সচেতন নাগরিক মঞ্চ

বসিরহাট, ২৫ জানুয়ারি(হি.স.) : সারাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও যখন নাগরিক সংশোধনী আইন নিয়ে বিরোধিতায় সরব বিরোধীরা তখন নাগরিক সংশোধনী আইন এর সমর্থনে সচেতনতা তৈরি করতে শনিবার বসিরহাটে সভা করে সচেতন নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে।

শনিবার বসিরহাট আশার আলো অনুষ্ঠান বাড়িতে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল সচেতন নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে। সিএএ নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল এ দিন। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী উদয় চন্দ্র ঝাঁ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক অনুপম বেরা ও বসিরহাটের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীনিবাস দাস সহ বিশিষ্টরা।

নাগরিক সংশোধনী আইন নিয়ে বিরোধীদের ক্রমাগত সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে আইন সম্পর্কে সচেতন করতে উদ্যোগী সচেতন নাগরিক মঞ্চ। সচেতন নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগ নিয়ে কথা বললে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী উদয় চন্দ্র ঝাঁ বলেন, ' ভারতবাসীর কাছ থেকে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য এই আইন তৈরি হয়নি, উপরন্তু মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্যই এই আইন। বিরোধীরা যাতে মানুষকে ভুল বোঝাতে না পারে সেই কারণে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই আমাদের এই উদ্যোগ'।

সচেতন নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে ডাকা এদিনের সভা উপলক্ষে আশার আলো অনুষ্ঠান বাড়িতে হাজির হতে দেখা যায় বসিরহাটের বহু স্কুল শিক্ষক আইনজীবী চিকিৎসক সহ সমস্ত ক্ষেত্রের মানুষকে। আগামী দিনে এই মঞ্চের পক্ষ থেকে একেবারে নিচু স্তরের মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে এই প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান উদয় চন্দ্র ঝাঁ।

রামনগরে বিদ্যুতের হাইটেনশন লাইনে তড়িদাহত হয়ে মৃত ১

রামনগর, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর থানা এলাকার মহাকুনি গ্রামে ঘাসের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বিপত্তি। বিদ্যুতের হাইটেনশন লাইনে তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হল বউমার। শাশুড়ির অবস্থাও আশঙ্কাজনক। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে শনিবার দুপুর একটা নাগাদ ঘাস কেটে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন জয়ন্তী সাউ (৩৬) ও তাঁর শাশুড়ি হেমাঙ্গিনী সাউ (৬৫)। গ্রামে ঢোকার সময় জয়ন্তীর মাথায় থাকা ঘাসের বোঝা হাইটেনশন লাইনের সংস্পর্শে আসতেই মাটিতে ছিটকে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

জয়ন্তীর পাশেই ছিলেন তাঁর শাশুড়ি হেমাঙ্গিনী। বউমাকে বাঁচাতে গিয়ে তড়িদাহত হন তিনিও। দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার মানুষ। তাঁরাই হেমাঙ্গিনীকে দিঘা হাসপাতালে নিয়ে যান। এখন সেখানেই ভর্তি রয়েছে তিনি। ভেজা ঘাস, ভেজা কাপড় ও পা খালি থাকাতেই এমন বিপত্তি বলে পুলিশের অনুমান। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এগারো হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের ওভারহেড তারটি ঢিলে হয়ে ঝুলছিল। তাতেই এমনভাবে প্রাণ গেল ওই বধূর। কাঁথির বিদ্যুত দফতরের এক আধিকারিক জানান, বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন তাঁরা।

ঝাড়গ্রামে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত তিন বৃহন্নলার ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ

ঝাড়্গাম, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.) : দেড় মাসের শিশুকে জোর পূর্বক নাচানোর ঘটনায় অভিযুক্ত তিন বৃহন্নলাকে ঝাড়্গাম আদালতে তোলা হয়। শনিবার পুলিশ জানিয়েছে তিন অভিযুক্ত বৃহন্নলাদের নাম সুহানা মন্ডল, রানী মন্ডল ও রুমলা মন্ডলকে এদিন ঝাড়্গাম আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য শুক্রবার সকালে তিনজন বৃহন্নলা শিলদার চন্দন খিলাড়ির বাড়িতে তার দুই যমজ শিশুকে নাচাতে যায়। শিশু অসুস্থ রয়েছে পরিবারের লোকজনেরা বাধা দেন। কিন্তু পরিবারের শত বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনও কথা না শুনে তাদের প্রথাগত কায়দায় দুটি শিশুকে নাচাতে শুরু করে। নাচানোর পরে তাদেরকে ১১ হাজার টাকা দাবি করেন বৃহন্নলারা। এত মোটা অঙ্কের টাকা দিতে পারবো না বলে বললে পরিবারের লোকজনদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ। এমনকি শিশু গুলিকে অভিশাপ দিতে থাকেন। পরে অবশ্য দুহাজার টাকা নিয়ে যাওয়ার পরেই চন্দন বাবুর দেড় মাসের পুত্র সন্তনটি অসুস্থ হতে শুরু করে। এরপর স্থানীয় মানুষজনেরা বৃহন্নলাদের ঘিরে ধরে বিনপুর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন তাদেরকে ঝাড়্গাম আদালতে তোলা হয়েছিল।

এদিকে বৃহন্নলারা যেভাবে গ্রাম বা শহরের গিয়ে নব জাতককে নাচানোর

ছয়ের পাতায়

২০২ কোটির ক্লাবে তানাজি

মুম্বাই, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.) : দু'সপ্তাহে ২০২ কোটি টাকার ব্যবসা করল 'তানাজি'। নতুন বছরের প্রথমেই রিলিজ হয়েছিল অজয় দেবগণের ১০০ তম ছবি 'তানাজি-দ্য আনসাং ওয়ারিয়র'। তারপর রিলিজ হয়েছে আরও বেশ কয়েকটি নামিদামি ছবি। তবে কঙ্গনা রানাওয়াতের 'পাঙ্গা' এবং 'স্ট্রিট ড্যান্সার' রিলিজের পরেও টেক্কা দেওয়া যাচ্ছে না 'তানাজি'-কে। বরং ১৫ দিনের মধ্যেই ২০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছে গিয়েছে এই সিনেমা।

মারাঠা জাতির বীরগাথা, আবেগ, অজয় দেবগণ এবং কাজলের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি, আর ঐতিহাসিক কাহিনীই এই ছবির ইউএসপি বলে মনে করছেন ফিল্ম বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে ছবির বক্স অফিস কালেকশন দেখে ইতিমধ্যেই বাজি ধরতে শুরু করেছেন ফ্যানরা। ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে আগামী দিনে আরও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে 'তানাজি'-র ব্যবসার পরিমাণ। ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ টুইট করে জানিয়েছেন, শেষ পাঁচদিনে ৫০ কোটির ব্যবসা করেছে এই ছবি। কেবল মহারাষ্ট্র নয়, পূর্ব পঞ্জাব, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ এবং বাংলাতেও 'তানাজি'-র ব্যবসার পরিমাণ যথেষ্ট ভাল। তানাজি মালুসরে ছিলেন মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজির ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্মী। তাঁর সাহসিকতার কথা আজও মারাঠিদের মুখে মুখে ঘোরে। এই তানাজি মালুসরের বীরগাথাই দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। আর তানাজি মালুসারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অজয় দেবগণ। তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীর চরিত্রে রয়েছেন কাজল। এছাড়াও ছবির মূল খলনায়ক উদয়ভানের চরিত্রে রয়েছেন ছোটে নবাব সইফ আলি খান।

দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান উপ-রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। দেশকে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করে প্রগতি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার এক শুভেচ্ছাবার্তায় উপ-রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, পবিত্র নথি হচ্ছে ভারতের সংবিধান, যা নৈতিকতার পথে দিকনির্দেশ করে। সংবিধানের প্রতি আস্থা আরও দৃঢ় করার সময় এসেছে। স্বাধীনতা, একতা, ন্যায়ের আদর্শের উদযাপন গোটা দেশে হোক। যা এক সুমহান রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দিক নির্দেশ করে চলে।

এদিন নিজের বার্তায় দেশবাসীকে সাংবিধানিক কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতার প্রতি দিক নির্দেশ করেন উপ-রাষ্ট্রপতি।

বিগ ব্যাশে ডিভিলিয়ার্সের বিশাল ছক্কা, করলেন ৩৭ বলে ৭১ রান

মেলবোর্ন, ২৫ জানুয়ারি(হি.স) : বন্ধু ক্রিস লিনের ডাকে সাড়া দিয়ে বিগ ব্যাশ খেলতে এসে অভিষেক ম্যাচে দুরন্ত ক্যাচ ধরে শিরোনামে এসেছিলেন বি ডিভিলিয়ার্স। শনিবার মেলবোর্ন স্টার্স-এর বিরুদ্ধে এবি করলেন মাত্র ৩৭ বলে ৭১ রান। তাঁর ইনিংস সাজানো রয়েছে দুটি চার ও ৬টি ছক্কায়। তার মধ্যে দিলবর হুসেনের বলে যে ছক্কাটি হাঁকান দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটার, তা নিয়ে জোর চর্চা সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাঁকে বিশ্বকাপে দলে নিল না কেন প্রোটিয়া ব্রিগেড তা এখনও রহস্যই। এ দিন শুরুর দিকে ছন্দে ছিলেন না এবিডি। পরের দিকে ডিভিলিয়ার্স গিয়ার বদলান। মেলবোর্ন স্টার্সসের বিরুদ্ধে ব্রিসবেন হিট ২০ ওভারে করে পাঁচ উইকেটে ১৮৬ রান। এবিডি সর্বোচ্চ রান করেন। অধিনায়ক ক্রিস লিন ৩১ বলে ৩৪ রানের ইনিংস খেলেন। বেন কাটিং ওপেন করতে নেমে ২২ বলে ২২ রান করেন। ব্রিসবেন হিটের রান তাড়া করতে নেমে মেলবোর্ন স্টার্সের ইনিংস ১৭.৪ ওভারেই শেষ হয়ে যায়। ১১৫-র বেশি রান করতে পারেনি ম্যাক্সওয়েলের মেলবোর্ন স্টার্স। ব্যাট হাতে ম্যাড ম্যাক্স করেন মাত্র ১ রান। তিনি ব্যর্থ হওয়ায় দলও ম্যাচ জিততে পারেনি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সল্টলেকে পার্কে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.) : সল্টলেক বিএফ ব্লকের পার্কের মাঠ থেকে এক মাঝ বয়সী ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করল বিধান নগর উত্তর থানার পুলিশ।

সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তি প্রতিদিনের মত এদিন বিএফ পার্কে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। স্থানীয় কিছু লোক দেখেন পার্কের এক পাশে মাঝ বয়সী ওই ব্যক্তি অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁরা বিধাননগর উত্তর থানায় ফোন করেন। পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম যোগেন্দ্র শর্মা। তিনি বিহারের গয়া জেলার বাসিন্দা। সল্ট লেক সিএফ ব্লকে একটি নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করতেন। কাল তাঁদের ছুটি ছিল। খাওয়া দাওয়া করার পর তিনি ওই পার্কে গিয়েছিলেন। তখনই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিধান নগর উত্তর থানার পুলিশ। তাঁর সহকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। তবে এখনও এ ব্যাপারে কোনও অভিযোগ আসেনি।

ঝাড়খণ্ডের জোট সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিল বাবুলাল মারান্ডির জেভিএম

রাঁচি, ২৫ জানুয়ারি(হি.স) : সরকার গঠনের মাসখানেকের মধ্যেই ধাক্কা খেলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। ঝাড়খণ্ড সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিলেন ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা (জেভিএম) নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি। জেএমএমের জোটসঙ্গী কংগ্রেস তাঁর দল ভাঙাচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে সরকারের সঙ্গত্যাগ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এতে সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে কোনও সংশয় তৈরি হবে না। কারণ, হেমন্ত সোরেনের সরকার সংখ্যার বিচারে ম্যাজিক ফিগারের থেকে এখনও বেশ খানিকটা উপরে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়ে ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতায় আসে জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি জোট। জেএমএম ২৯, কংগ্রেস ১৮ এবং আরজেডি ১ আসনে জয়ী হয়। অর্থাৎ, জেএমএম নেতৃত্বাধীন জোট একাই ৪৮ আসনে জয়ী হয়, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকে অনেকটাই বেশি। এছাড়াও. একজন এনসিপি, একজন বামপন্থী এবং ২ জন নির্দল বিধায়ক হেমন্ত সোরেনকে সমর্থনের চিঠি দেন। জোট সরকারকে সমর্থন করে বাবুলাল মারান্ডির ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চাও। বিধানসভায় জেভিএম জিতেছিল ৩ আসন। গত ২৩ জানুয়ারি এই তিন জনের মধ্যে ২ জন দিল্লিতে গিয়ে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। ওই দুই বিধায়ক প্রদীপ যাদব ও বন্ধু তিরকে কথা বলেন ঝাড়খণ্ড কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক আরপিএন সিংয়ের সঙ্গেও। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, দলের সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি গোপনে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এদিকে, এই দুই বিধায়ক কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করায় বেজায় খাপ্পা বাবুলাল মারান্ডি। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেস তাঁর দল ভাঙানোর চেষ্টা করছে। তাই জেভিএমের পক্ষে এই সরকারকে আর সমর্থন করা সম্ভব নয়। যদিও বাবুলালের এই চিঠিতে খুব একটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না সরকারকে। কারণ, ওই দুই বিধায়ক এখনও মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করছেন। জোট ছাড়ছেন শুধু বাবুলাল মারান্ডি।

গৃহবধূর আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ত্রিবেণীতে

হুগলি,২৫ জানুয়ারি(হি স.) : হুগলি জেলার ত্রিবেণী বৈকন্টপুরে গ্রামিণ পুলিশের অন্তগত মগরা থানার অধিনে বিয়ের সাত মাস পরেই আত্মহত্যা করল এক গৃহবধূ। শনিবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

জানা যায় ত্রিবেণী বৈকন্টপুরের বাসিন্দা গৌতম ও গোস্বামীর দুই মেয়ে এক ছেলে।বড় মেয়ে অঞ্জুর ঠিক সাত মাস আগে বিয়ে হয় ত্রিবেনী কালিতলার সৌমক দত্তের সাথে বিয়ের পর থেকেই শশুর বাড়ির পরিবারের লোকজনের অত্যাচার করতো এমনটাই অভিযোগ করেন অঞ্জুর পরিবারের লোকজনরা। বৃহস্পতিবার ঘর থেকেই তেইশ বছরের অঞ্জুর মৃত্যু দেহ উদ্ধার হয়।গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া।তবে অঞ্জুর বাড়ির পরিবারের দাবি তাদের মেয়েকে মেরে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা চাই দোষীদের শস্তি হোক।তবে গোটা বিষয়টি মগরা থানার পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

হিন্দুস্থান সমাচার/ শমিত

এটিএম নম্বর বলে প্রতারণার শিকার বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.) : এটিএম নম্বর বলে প্রতারণার শিকার হলেন এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মী পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি ওই শিক্ষকের কাছে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এটিএম ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে ওই শিক্ষক সরল বিশ্বাসে সব কিছু বলে দেন।তার পরই জানতে পারেন তার অ্যাকাউন্ট থেকে দু দফায় ৪৫ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।গড় কোটালপুরের বাসিন্দা পার্থ সারথি সামন্ত বর্তমানে বাঁকুড়া শহরের নূতন চটিতে বসবাস করছেন।

তিনি জানান যে আধার কার্ডে ঠিকানা সংশোধন করার জন্য একটি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন, সেখানে অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে হয়রান হয়ে পড়েছি, সেই সময় এক ব্যক্তি ব্যাঙ্কের কর্মী পরিচয় দিয়ে তাকে ফোন করে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সমস্ত কিছু জানতে চাই।পরে কথা বলব বলতে সে চাপ দিতে থাকে।বার বার ফোন করায় একরকম বিরক্ত হয়ে এটিএম নম্বর বলে দিই, তারপরই আমার অ্যাকাউন্ট থেকে দু দফায় যথাক্রমে ২৫ হাজার ও ২০ হাজার মোট ৪৫ হাজার টাকা তুলে নেয়। এই ঘটনার পরেই তিনি ক্রাইম ব্রাঞ্চে ও বাঁকুড়া সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।পুলিশ প্রাপ্ত মোবাইল নম্বর দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

সংলগ্ন এলাকা

তিনের পাতার পর

নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। যাতে না কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেদিকে বিশেষ নজর রেখেই আমরা বিভিন্ন পার্টে তল্লাশি করছি। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড, বম্ব ডিটেকশন স্কোয়াড, ডগ স্কোয়াড, মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে ইতিমধ্যেই স্টেশনের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে।

সিসিটিভিতেও গোটা স্টেশনে নজরদারি করা হচ্ছে। ক্লোজলি মনিটরিং করা হচ্ছে। আমরা যৌথভাবে চেকিং করছি। বিশেষ করে সার্কুলেটিং এরিয়া, ফেরিঘাট, পার্কিং এরিয়া সহ বিভিন্ন লোকাল এবং দূরপাল্লার ট্রেনের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ২৮০টি ক্যামেরা দিয়ে সমস্ত কিছু মনিটরিং করা হচ্ছে। হাওড়া স্টেশনে এমনিতে প্রত্যেকদিনই নিরাপত্তা জোরদার থাকে। তবে ২৬ জানুয়ারি উপলক্ষে নিরাপত্তা আরও নিশ্চিদ্র করা হয়েছে।

অভিনব সমাবেশ

তিনের পাতার পর

চিঁড়ে খেতে দেখে বিজেপি নেতারা কী বলবেন?"

বিজয়বর্গীয়ের এই মন্তব্যের সমালোচনায় সরব তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস। বিজয়বর্গীয়ের মন্তব্য লঘু করার চেষ্টায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর অবশ্যর মন্তব্য করেছেন, "আমি তো পোহা ভাল খাই। আপনাদেরও খাওয়াতে পারি।'

উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিছু দিন আগে বলেছিলেন, পোশাক দেখে বোঝা যায়, কারা হিংসা ছড়াচ্ছে। তা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

বহুতল ভেঙে বিপত্তি আটক একাধিক পড়ুয়া

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে বিপত্তি দিল্লির ভজনপুরা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে গোটা এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে নির্মীয়মাণ বহুলতলে একটি কোচিং সেন্টার চলত। বহুতল ভেঙে পড়ায় আটকে পড়ে একাধিক পড়ুয়া। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। দমকলের প্রচেষ্টায় পড়ুয়াদের উদ্ধার করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১২ জন পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। উদ্ধার কাজ এখনও চলছে বলে জানা গিয়েছে। গোটা এলাকাটি ঘিরে রেখেছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

ডিএনএলএ আহূত ২৪ ঘণ্টার ডিমা হাসাও বনধ সর্বাত্মক ডিমা হাসাওয়ে, প্রভাব নেই কারবি আংলঙে

হাফলং (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : উগ্রপন্থী সংগঠন ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ)-র ডাকা ২৪ ঘণ্টার ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলং জেলা বনধ-এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে। তবে কারবি আংলং জেলায় আহূত বনধ-এর প্রভাব পড়েনি বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে ডিএনএলএ উগ্রপন্থী সংগঠন আহূত ২৪ ঘণ্টার ফলে ডিমা হাসাও জেলার জনজীবন শনিবার সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পাহাড়ি জেলার সদর শহর হাফলং, মহকুমা সদর মাইবাং, মাহুর, হারাঙ্গাজাও, লাংটিং, হাতিখালি, উমরাংসো প্রভৃতি এলাকায় শনিবার বনধ ছিল সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ। বনধকে কেন্দ্র করে জেলার কোনও জায়গা থেকে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি।

বনধের জেরে শৈলশহর হাফলঙে শনিবার বাজারহাট, দোকানপাট, স্কুল কলেজ থেকে শুরু সব ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল বন্ধ। শহরে কোনও ধরনের যানবাহন চলাচল করেনি। এমন-কি হাফলং থেকে কোনও দূরপাল্লার যানবাহনও চলাচল করেনি আজ। তবে পাহাড় লাইনে রেল চলাচল ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

উল্লেখ্য ডিমা হাসাও জেলার ভূমি বৃহত্তর নাগালিমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এক খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ২০১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন দল সংগঠন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। ওইদিন ২৫ জানুয়ারি মাইবাং রেল স্টেশনে হাজার হাজার জনতা আন্দোলনমুখী হয়ে উঠে রেল অবরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সেদিনই আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলি চালোনার ঘটনায় প্রবান্ত হাকমুকসা ও মিঠুন ডিব্রাগেডে নামের দুই ডিমাসা যুবক নিহত হয়েছিল। তার পর থেকে প্রতিবছর ২৫ জানুয়ারির অভিশপ্ত দিনটিকে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর প্রধান সংগঠন জাদিখে নাইশ হসম, ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ডিমাসা মাদারস অ্যাসোসিয়েশন, ডিমাসা উইমেন সোসাইটি কালো দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। শনিবার হাফলং ও মাইবাঙে বিভিন্ন দল ও সংগঠন সন্ধ্যায় মশাল মিছিল বের করে।

এদিকে ২৫ জানুয়ারি দিনটিকে ডিমাসা শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি শুক্রবার রাত ১২টা থেকে শনিবার রাত ১২টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলং জেলা বনধ-এর ডাক দিয়েছিল। যার প্রভাব ডিমা হাসাও জেলার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় শনিবার।

এছাড়া ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন ডিমা হাসাও জেলায় ডিটেনশন সেন্টার স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্ত ও ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তন-সহ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছে। অন্যদিকে ৭১-তম প্রজাতন্ত্র দিবস বর্জনের ডাক দিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছয়টি জঙ্গি সংগঠন এনএইচএলসি, কেওয়াইকেএল, কেসিপি, এনএলএফটি, কেএলও, পিপলস ডেমোক্র্যাটিক কাউন্সিল অব কারবি লংরিং (পিডিসিকে) ২৬ জানুয়ারি রবিবার সকাল ৬-টা থেকে বিকেল ৬-টা পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল বনধের ডাক দিয়েছে। এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে ছয়টি সংগঠনের পক্ষ থেকে।

যাত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

আগরতলা আইসিপি-তে ইমিগ্রেশনে সমস্যা হচ্ছেঊ তাই, ব্যুরো অব ইমিগ্রেশন শীঘ্রই দায়িত্ব বুঝে নেবে। তিনি বলেন, ব্যুরো অব ইমিগ্রেশন দায়িত্ব নিলে ইমিগ্রেশনের জন্য কাউন্টার বাড়বে। এতে যাত্রীদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে নাঊ মূলত, ত্রিপুরায় আগরতলা আইসিপি দিয়ে মানুষের যাতায়াত ইদানী প্রচণ্ড বেড়েছে। এখন ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ আইসিপি-তে ইমিগ্রেশনের দায়িত্ব সামলাচ্ছে। কিন্ত, কর্মী স্বল্পতা এবং পরিকাঠামোর অভাবে বহু যাত্রী ইমিগ্রেশনে ভোগান্তির শিকার হন। ধারণা করা হচ্ছে, ব্যুরো অব ইমিগ্রেশন দায়িত্ব নিলে ওই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।

অন্যদিকে, খাদ্য সামগ্রীর গুণমান পরীক্ষার জন্যও অ্যানিম্যাল কোয়ারেন্টাইন পুরো উদ্যমে আগরতলা আইসিপি-তে চালু করা হবে, দাবি করেন আদিত্য মিশ্র। তাঁর কথায়, অ্যানিম্যাল কোয়ারেন্টাইন-এর আগরতলা অফিসের পরিকাঠামো বৃদ্ধি করা হবে। তাছাড়া, স্থায়ীভাবে ওই অফিস কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। দিল্লি ফিরে গিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

মূলত আগরতলায় অ্যানিম্যাল কোয়ারেন্টাইন-এর স্থায়ী অফিস না থাকায় বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত মাছ-সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর গুণমান সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে, ওই সমস্যারও স্থায়ী সমাধান হতে চলেছে।

পদক

● **প্রথম পাতার পর**

পদক পাচ্ছেন। রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পাচ্ছেন ডিআইজি লালসাহিঙ্গা ডার্লং। তাছাড়া পুলিশ মেডেল পাচ্ছেন পুলিশ সুপার শংকর দেবনাথ, গোমতী জেলার ইনস্পেক্টর দুলাল চন্দ্র দত্ত, কল্যাণপুরের ইনস্পেক্টর সন্তুষ শীল, নরসিংগড়ের সাবইনস্পেক্টর বীরেন্দ্র দেববর্মা, আগরতলার হাবিলদার নীলকমল সিনহা এবং শান্তিরবাজারের হাবিলদার অসীম দত্ত।

বাংলাদেশের খাদ্যমন্ত্রী

তিনের পাতার পর

তিনি বলেন, 'আসলে আমাদের চরিত্র ভালো না হলে পরের দোষ দিয়ে লাভ নাই।' অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন, কেউ যদি জোর করে কাঁটাতারের বেড়া কেটে গোরু আনতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা যায়, তার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার নেবে না। মন্ত্রী সাধন চন্দ্র আরও বলেন, যে দুই বাংলাদেশি ভারত সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন তাদের মরদেহ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

হেফাজতের নির্দেশ

পাচের পাতার পর

নাম করে যেভাবে মোটা টাকা চাই তাতে সাধারন মানুষজনেরা ব্যপক ক্ষুব্ধ। সরকারের কাছে সাধারন মানুষজনদের আবেদন বৃহন্নলাদের যেভাবে টাকা চাই তাতে দেওয়া সম্ভব হয় না। তাদের এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। শিশু জন্ম হলেই অতঙ্কের মধ্যে থাকেন বাবা মা সহ পরিবারের লোকজনেরা। সৌম্য মল্লিক, পারুল মাহাত, মঙ্গলা মিশ্র ও রাজকুমারী সিংহরা বলেন, ' এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বিষয়টা পরম্পরার মতো হয়ে গিয়েছে। এটা অত্যন্ত অন্যায়। শুক্রবার যা ঘটছে এটা মেনে নেওয়া যায় না। এটা একটা পাশবিক ঘটনা। বৃহন্নলারা লোকের আর্থিক অবস্থা বিচার না করে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন। এটা বলা যেতে পারে মুক্তি পণের মতো ব্যাপার। আর শিশুর পরিবারের লোকজনেরা ভয়ে উনাদের টাকা দেয়। ভক্তিতে কেউ টাকা দেয় না। এই ব্যাপারটা সরকারের কাছে অনুরোধ করবো যাতে এই বিষয়ে দেখেন।' সাধারন মানুষজনেরা আরও অভিযোগ প্রশাসনের উদাসিনতার জেরে এরা আর বেশি করে মানুষজনকে চেপে বসেন। এই বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনের দেখা উচিত।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

সৃষ্টি হয়েছে। দিব্যাঙ্গ সোয়েল আহমেদের একাউন্ট থেকে টাকা হাফিজের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ করেছে ইরানী থানা। সোয়েলের ভাই জানা, ১০০ শতাংশ দিব্যাঙ্গ সোয়েলের ভাতার টাকা কয়েকমাস পরপর এসবিআই যুবরাজনগর সিএমসি থেকে তোলা হয়। ২০১৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সর্বশেষ ৭,৫০০ টাকা তোলা হয়। চলতি মাসে সোয়েলের পাসবই আপডেট করাতে গিয়ে তাদের চক্ষুরীতিমতো ছানাবড়া হয়ে যায়। দেখা গেছে, ১৮ জুন ২০১৯, ২১ জুন ২০১৯, ২৩ অক্টোবর ২০১৯ এবং ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ সোয়েলের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে হাফিজ করা হয়েছে। বিষয়টি কৈলাসহর এসবিআই শাখা প্রবন্ধককে জানান তারা। কিন্তু এব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

স্থানীয়সূত্রে খবর আসরাফ হোসেন দীর্ঘদিন ধরে সিএসসির দায়িত্বে রয়েছে। এখানে রেগার শ্রমিক, চা বাগন শ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রী এবং দিব্যাঙ্গদেরই বেশিরভাগ অ্যাকাউন্ট রয়েছে। সিএসসির দায়িত্বে থাকা ব্যাঙ্ককর্মী আসরাফ হোসেন ওইসব মানুষের সরলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করানোর সময় ভোক্তাদের আঙুলের ছাপ না নিয়ে নিজের আঙুলের ছাপ দিয়ে অ্যাকাউন্ট করেছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভোক্তার অ্যাকাউন্টের টাকা দীর্ঘদিন ধরেই নয়ছয় করে চলেছে দুর্নীতি পরায়ন ওই ব্যাঙ্ক কর্মী।

দুর্নীতিগ্রস্থ অর্থ হাফিজকারী ব্যাঙ্ককর্মীর বিরুদ্ধে তদন্তক্রমে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ভোক্তারা।

মঞ্চ

● **প্রথম পাতার পর**

বাস্তব সত্য হল, খিলঞ্জিয়া মানুষজনের ওপর নিপীড়ন সমানে চলছে, যা প্রজাতন্ত্রের ধারণার পুরোপুরি বিরোধী। এক কথায়, এই অঞ্চলের জনগণ শোষিত জনতা।" বিবৃতিতে এরা আগামীকাল অনুষ্ঠেয় প্রজাতন্ত্র দিবসের সকল অনুষ্ঠান বর্জন করতে আহ্বান জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে প্রতি ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা দিবস এবং ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবস বর্জনের ডাক দেয় এই সব উগ্রপন্থীরা। এদিন অসম (বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা), মণিপুর, মেঘালয়ে অঘোষিত বনধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হত। মানুষজন খুব প্রয়োজন না হলে বাড়ি থেকে বের হতেন না। বাড়ি-ঘর, দোকানপাটে জাতীয় পতাকা উত্তলনেও ভয় পেতেন নাগরিকরা। তবে সাম্প্রতিককালে অসমের জনসাধারণ এই ভীতি কাটিয়ে উঠেছেন। অসমে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই দুই দিবস ঘটা করে পালন করেন জনসাধারণ।

বিক্রেতা

● **প্রথম পাতার পর**

বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে শিশু ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রেসক্লাবে প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের উদ্যোগ

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রবিবার সকাল আটটায় আগরতলা প্রেসক্লাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এই উপলক্ষে সকল সদস্য/সদস্যা, সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার জন্য প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রেসক্লাবের সম্পাদক এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

প্রেসক্লাবের শোক প্রকাশ

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। প্রবীণ সাংবাদিক প্রদীপ দত্ত চৌধুরীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। প্রেসক্লাবের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে শনিবার বলা হয়েছে, সম্প্রতি চিত্র সাংবাদিক কমল মিত্রের মাতৃবিয়োগেও প্রেসক্লাব শোক জ্ঞাপন করেছে।

মহারাষ্ট্রের ভিওয়াণ্ডিতে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত ফ্যাক্টরি, হতাহতের খবর নেই

থাণে (মহারাষ্ট্র), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থাণে জেলার ভিওয়াণ্ডি শহরে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি কার্ডবোর্ডের ফ্যাক্টরিঊ শনিবার ভোররাতে ভিওয়াণ্ডি শহরের কানেরি এলাকায় অবস্থিত একটি কার্ডবোর্ডের ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ ওই ফ্যাক্টরির ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখাঊ দমকল কর্মীদের প্রায় ৪ ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে কার্ডবোর্ডের ওই ফ্যাক্টরিটিঊ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রচুরঊ

থাণে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেল-এর প্রধান সন্তোষ কদম জানিয়েছেন, শনিবার ভোররাতে ভিওয়াণ্ডি শহরের কানেরি এলাকায় অবস্থিত একটি কার্ডবোর্ডের ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিনঊ কিন্তু, ওই ফ্যাক্টরির ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনঊ আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদেরঊ প্রায় ৪ ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে কার্ডবোর্ডের ওই ফ্যাক্টরিটিঊ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে

শিশুশ্রমিক উদ্ধার

আটের পাতার পর

বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্তা নেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তারা জানান। শিশু কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারপার্সন জানান, প্রয়োজনে তারা কুমারঘাটে গিয়ে শিশুটির মা-বাবার সঙ্গে কথা বলবেন। পরিবারের অন্য শিশুদের স্কুলে পাঠানো সহ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি। রাজ্যকে শিশুশ্রম মুক্ত করে প্রত্যেক শিশুর শিক্ষা ও খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতেই এ ধরনের উদ্যোগ।

সুপ্রিম কোর্টে মুকেশের

আটের পাতার পর

দু"জনের আবেদন নিষ্পত্তি করে বলে, এখনই আর কোনও নির্দেশের দরকার নেই। দোষীদের দাবি অনুযায়ী, তিহাড় জেল প্রশাসন যে সমস্ত নথি চাওয়া হয়েছিল তা পেশ করেছে। উভয়ের আবেদনে বলা হয়েছে যে, তিহার জেল প্রশাসন সুপ্রিম কোর্টে রায় সংশোধনের আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করেনি।

শুরু ২৯শে

আটের পাতার পর

পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, জিএসটি, জিইএম রেজিস্ট্রেশন এবং বিএসএফে ভরতির জন্য কাউন্সিলিং এবং পরামর্শ মিলবে মেলায়।

ড় পি কে গোয়েল বলেন, ওই মেলায় বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলার ওপরও জোর দেওয়া হবে। ৩১ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওই বিষয়গুলি নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো হবে। তিনি বলেন, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে রফতানি ক্ষমতা, ক্ষুদ্র ছোট এবং মাঝারি শিল্পের বিভিন্ন প্রকল্প, এসটি, এসসি এবং মহিলা শিল্পপতিদের ক্ষমতায়ন, ত্রিপুরায় দক্ষতা বিকাশের উদ্যোগ, ত্রিপুরা চা, বাঁশ শিল্পে বিনিয়োগ এবং আইটি সেক্টরে ত্রিপুরার সম্ভাবনা নিয়ে অনুষ্ঠেয় মেলায় জনসাধারণের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে।

স্পোর্টস

সিরিজের ছন্দ তৈরি হয়ে যাবে এই জয়ে, বলে দিলেন বিরাট

নিউজিল্যান্ড আর জেটল্যাগ। শুক্রবার অকল্যান্ডে এই দু'টি বাধাকেই হারিয়ে দিয়েছে বিরাট কোহালির ভারত। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ৫ উইকেটে জিতে উঠে ভারত-অধিনায়কের প্রতিক্রিয়া, এই ধরনের জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করার অর্থ একটাই। গোটা দলটার ছন্দ পেয়ে যাওয়া।ম্যাচের আগের দিন, কোহালি ঠাসা সূচি নিয়ে কিছুটা হলেও বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। এ-ও বলেছিলেন যে এর পরে হয়তো বিমানবন্দর থেকে সোজা তাঁদের স্টেডিয়ামে চলে যেতে হবে। অবশ্য দলের মধ্যে এই ধরনের কোনও আলোচনা হয়নি। শুক্রবার অকল্যান্ডে জয়ের পরে কোহালি বললেন, "এখানে পৌঁছনোর দু'দিনের মধ্যে ম্যাচ খেলে এ ভাবে জেতাটা উপভোগই করেছি। এই জয়ে পুরো সিরিজের ছন্দটা যেন পেয়ে গেলাম। সঙ্গে মনে হল স্টেডিয়ামের আশি ভাগ মানুষই আজ আমাদের পাশে ছিল। ২০০-র বেশি রান তাড়া করতে হলে একটু উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতো কিছু অবশ্যই দরকার। আর দলের মধ্যে আমরা কখনও জেট ল্যাগ নিয়ে কথা বলিনি। অজুহাতও দিতে চাইনি।"ভারত থেকে নিউজিল্যান্ডে পৌঁছতে সাড়ে সাত ঘণ্টার মতো সময় লাগে। ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়াকে ওয়ান ডে সিরিজে ২-১ হারিয়ে আসায় আত্মবিশ্বাসীও। কোহালি বলেছেনও সে কথা, "অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে সত্যিই ভাল খেলেছি। সেই আত্মবিশ্বাসটা সঙ্গে নিয়েই এখানে এসেছি। এখানকার যা পিচ, তাতে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক হওয়া যায় না। ইনিংসের মাঝামাঝি সময়টায় আমরা আসল খেলা খেলেছি। তা ছাড়া বোলাররাও ওদের ২০৩-এর মধ্যে বেঁধে রেখেছে। এটাও বেশ ভাল ব্যাপার।" কোহালি অবশ্য ফিল্ডিং নিয়ে বলেছেন, "ফিল্ডিংয়ের জায়গাটায় ইচ্ছে করলে উন্নতি করতে পারি। তার জন্য মাঠের মাপের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। আর ফিল্ডারদের কাছে বলও আসছিল ভাল গতিতে। এখানে এগুলো মাথায় রাখতে হবে।"

ম্যাচের পরে সাংবাদিক সম্মেলনে আসেন কে এল রাহুল। জানান, উইকেরক্ষকের বাড়তি দায়িত্বটা তিনি উপভোগ করছেন। এ দিন ব্যাটেও তিনি সফল। ৫৬ রান করেন ২৭ বলে। কোহালির সঙ্গে জুটিতে ৯৯। বলেছেন, "উইকেটরক্ষকের কাজটাও করতে পেরে বেশ ভাল লাগছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে হয়তো এটা নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু ৩-৪ বছর ধরে আইপিএলে আমি উইকেটরক্ষা করেছি। করেছি প্রথম শ্রেণির দলের হয়েও। এবং একই সঙ্গে ব্যাট হাতে ইনিংস শুরুও করেছি।" যোগ করেছেন, "উইকেটের পিছনে দাঁড়াতে পারলে পিচের চরিত্র সহজে বোঝা যায়। অধিনায়ক আর বোলারদের তা জানানোও দরকার।"রাহুল আরও জানান, উইকেরক্ষক হওয়ার সৌজন্যে কী ভাবে তিনি ব্যাটসম্যান হিসেবে উপকৃত হয়েছেন, "২০ ওভার টানা উইকেটের পিছনে দাঁড়াতে পারলে সহজেই বোঝা যায়, এই পিচে কোন শটটা সব চেয়ে উপযোগী।" রাহুল উচ্ছ্বসিত শ্রেয়স আইয়ারদের নিয়েও। বলেন, "দারুণ ভাবে আমরা খেলাটা শেষ করতে পেরেছি। অনেক সময় দেখেছি, কঠিন সময়ে দলকে জেতানোর মতো ক্রিকেটার পাওয়া যায় না। আজ কিন্তু উইকেটে যাওয়ার পর থেকেই শ্রেয়স, শিবম (দুবে) এবং মণীশ (পাণ্ডে) শুরু থেকেই ব্যাটে বল লাগিয়েছে। যখন আপনি ২০০ রান তাড়া করছেন, তখন ওভারে একটা বাউন্ডারিমারতেই হবে।"

টি-২০ বিশ্বকাপে ঋষভের পরিবর্তে কি রাহুলই প্রথম পছন্দ? মুখ খুললেন সৌরভ

২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দলে অতিরিক্ত ব্যাটসম্যান খেলানোর জন্য রাহুল দ্রাবিড়কে হঠাতই উইকেটের পিছনে দাঁড়াতে বলেছিলেন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বর্তমান ভারতীয় দলে সেই স্মৃতিই ফিরেছে। ঋষভ পন্থ চোট পাওয়ার পর কেএল রাহুলকে কিপিং গ্লাভস পরিয়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলি। আর দ্বৈত ভূমিকায় নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরেছেন রাহুল। তবে কি দলে ঋষভের ভবিষ্যতের উপর প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়ে গেল? কী মনে করছেন সৌরভ?অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ। তাঁর পরিবর্তে কিপিং করতে নামানো হয় রাহুলকে। তার পরের দুটো ম্যাচেও উইকেটের পিছনে দাঁড়ান তরুণ তুর্কি। অজিবাহিনীর বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের পর কোহলি জানিয়ে দেন, নিউজিল্যান্ড সফরেও এই কম্বিনেশনই রাখতে আগ্রহী তিনি। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন উইকেটরক্ষকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হলেন কর্ণাটকের তারকা, তেমন ওপেনার হিসেবেও হাফ সেঞ্চুরি করে দলের জয়ের অন্যতম কান্ডারি হয়ে উঠলেন। সব মিলিয়ে সেরা ফর্মে রয়েছেন রাহুল।বিসিসিআইয়ের পরবর্তী জাতীয় নির্বাচক হওয়ার দৌড়ে এই প্রাক্তন ভারতীয় তারকাতাই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কি ঋষভের বদলে দলে রাখা হবে রাহুলকেই? এমন চর্চায় যখন সরগরম ক্রিকেট মহল, ঠিক তখনই এ নিয়ে মুখ খুললেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ। তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে বিরাট কোহলি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, তেমনটাই হবে। দলে রাহুলের কী ভূমিকা হবে, তা টিম ম্যানেজমেন্ট ও বিরাটই ঠিক করবে।"রাহুলের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা শোনা যায় মহারাজের মুখে। বলেন, "ওয়ানডে আর টি-টোয়েন্টিতে ও (রাহুল) দারুণ খেলেছে। টেস্টে শুরুটা ভালই করেছিল, তবে খানিকটা পিছিয়ে পড়ে। তবে সীমিত ওভারে ও খুব ভাল।। আশা করি নিজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। তবে যেমনটা বললাম, ওর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে ম্যানেজমেন্টই।" তাহলে অস্ট্রেলিয়ায় আসন্ন বিশ্বকাপে কি ঋষভের প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়াটা কঠিন হয়ে উঠল? সৌরভের মন্তব্য, "নির্বাচক, বিরাট আর রবি (শাস্ত্রী) ঠিক করবে তারা কী চায়। সেভাবেই দল সাজানো হবে।"

ডিভিলিয়ার্সের বিশাল ছক্কা মেলবোর্নে, ৩৭ বলে করলেন ৭১ রান

বন্ধু ক্রিস লিনের ডাকে সাড়া দিয়ে বিগ ব্যাশ খেলতে এসেছেন এবি ডিভিলিয়ার্স। অভিষেক ম্যাচে দুরন্ত ক্যাচ ধরে শিরোনামে এসেছিলেন। শনিবার মেলবোর্ন স্টার্স-এর বিরুদ্ধে এবি করলেন মাত্র ৩৭ বলে ৭১ রান। তাঁর ইনিংস সাজানো রয়েছে দুটি চার ও ৬টি ছক্কায়। তার মধ্যে দিলবর হুসেনের বলে যে ছক্কাটি হাঁকান দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটার, তা নিয়ে জোর চর্চা সোশ্যাল মিডিয়ায়। মনে করিয়ে দিলেন আগের সেই এবিডি-কে।কেন যে তাঁকে বিশ্বকাপে দলে নিল না প্রোটিয়া ব্রিগেড তা এখনও রহস্যই। এ দিন শুরুর দিকে ছন্দে ছিলেন না এবিডি। পরের দিকে ডিভিলিয়ার্স গিয়ার বদলান।মেলবোর্ন স্টার্সসের বিরুদ্ধে ব্রিসবেন হিট ২০ ওভারে করে পাঁচ উইকেটে ১৮৬ রান। এবিডি সর্বোচ্চ রান করেন। অধিনায়ক ক্রিস লিন ৩১ বলে ৩৪ রানের ইনিংস খেলেন। বেন কাটিং ওপেন করতে নেমে ২২ বলে ২২ রান করেন। ব্রিসবেন হিটের রান তাড়া করতে নেমে মেলবোর্ন স্টার্সের ইনিংস ১৭.৪ ওভারেই শেষ হয়ে যায়।১১৫-র বেশি রান করতে পারেনি ম্যাক্সওয়েলের মেলবোর্ন স্টার্স। ব্যাট হাতে ম্যাড ম্যাক্স করেন মাত্র ১ রান। তিনি ব্যর্থ হওয়ায় দলও ম্যাচ জিততে পারেনি।

গোল যেন করেই চলেছেন রোনাল্ডো

গোল যেন হাতের মোয়া। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জন্য যেন দুধ-ভাত। নাকি ডাল-ভাত টানা আট ম্যাচে কেউ যদি ১২ গোল করেন, তাকে আপনি গোলমেশিন বললে ভুলটা কোথায় ?হবে না যদি সেই গোলদাতা হন ৩৪ বছরের পর্তুগিজ মহাতারকা।বুধবার রাতে জুভেন্টাস ৩-১ গোলে রোমাকে হারিয়ে ইতালিয়ান কাপের সেমিফাইনালে চলে গেল।তুরিনে তিনটি গোলের একটি রোনাল্ডোর।২৬ মিনিটে গনজালো হিগুয়াইনের ক্রসে দুরূহ কোণ থেকে রোনাল্ডোর নিখুঁত ফিনিশিং।জুভেন্টাসের অপর দুটি গোল রদ্রিগো বেন্তানকুর ও লিওনার্দো বোনুচ্চির।

আইপিএলের পরই অবসর ধোনির, ফাঁস করলেন শাস্ত্রী

মুম্বই: ভারতীয় ক্রিকেটে এই মুহূর্তে সবচেয়ে যে বিষয়টি নিয়ে জল্পনা তা নিয়ে ফের মন্তব্য করলেন বিরাট-রোহিতদের "হেডস্যার"। রবি শাস্ত্রীর কথা ধরলে আইপিএল-এর পরই ব্যাট ও প্যাড তুলে রাখবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।দু"বারের বিশ্বকাপ জয়ী ভারত অধিনায়কের অবসর নিয়েও আগেও মন্তব্য করেছিলেন শাস্ত্রী। স্পোর্টস্টার-কে দেওয়া সাক্ষাতকারে শাস্ত্রী জানিয়েছেন, "আইপিএল আসছে। তার পর জানা যাবে ধোনির ভবিষ্যত। ধোনিকে বছরের পর বছর ধরে আমরা দেখে আসছি। নিজের ক্রিকেট নিয়ে ও ভীষণ সত। দলে নিজের জায়গা ধরে রাখে না ও। টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার সময়েও ১০০ টেস্ট খেলার কথা একবারও ভাবেনি। ধোনি প্র্যাকটিস শুরু করেছে কিনা, জানি না। তবে আমি নিশ্চিত আইপিএল-এর জন্য ও নিজেকে তৈরি করবে। ও অবশ্যই আইপিএল খেলবে। তার পর যদি ভালো না-লাগে তা হলে আমি নিশ্চিত ও সরে দাঁড়াবে।"টিম ইন্ডিয়ার প্রধান কোচের পদ দ্বিতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার পরই ধোনির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি। খুব শীঘ্রই ওয়ান ডে ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন বলে জানিয়েছিলেন ভারতীয় দলের কোচ। কিন্তু শাস্ত্রীর কথাকে ভুল প্রমাণ করে নিজের অবসর সম্পর্কে চুপ থেকেছেন ধোনি।ফের ধোনির অবসর নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করলেন শাস্ত্রী। আইপিএলের পরই অবসর নেবেন ধোনি। শাস্ত্রীর এই মন্তব্যে জল্পনা শুরু হয়েছে তাহলে কি ধোনিকে ছাড়ায় চলতি বছর টি-২০ বিশ্বকাপ খেলবে ভারত? তবে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য এখনও অপেক্ষা করতে হবে।প্রায় ছ"মাস জাতীয় দলের বাইরে মাহি। গত বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পর থেকে ভারতীয় দলের জার্সিতে দেখা যায়নি ধোনি। সম্প্রতি বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকেও বাদ পড়েছেন দু"বারের বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক।শাস্ত্রীর বক্তব্য কিছুটা হলেও যুক্তিপূর্ণ। কারণ এ বারের আইপিএল ভারতীয় দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টি-২০ বিশ্বকাপের দল গঠনে বড় ভূমিকা নিতে চয়েছে আইপিএল-এর ত্রয়োদশ সংস্করণ। সুতরাং আইপিএল পারফর্ম করতে না-পারলে অবসর নিয়ে ফেলতে পারেন ভারতীয় ক্রিকেটের এই মহীরুহ।

দর্শককে গালি দিয়ে তেড়ে এলেন স্টোকস

মাঠে শুধু ব্যাটে-বলে নয়; নানা রকম মন্তব্য করে আলোচনায় আসেন ইংল্যান্ড দলের অলরাউন্ডার বেন স্টোকস।এবার এমনই এক কাণ্ড করে তুমুল সমালোচিত হলেন তিনি। যার জন্য ক্ষমাও চাইতে হলো তাকে।চলমান জোহানেসবার্গ টেস্টেই বিতর্কিত কর্মকাণ্ড করে সমালোচিত হলেন স্টোকস।পরিচ্ছন্ন খেলা ক্রিকেটে গ্যালারির দর্শককে গালি দিয়ে বসলেন স্টোকস।এদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে মাত্র ২ রানে আউট হয়ে মানসিকভাবে ক্ষুব্দ ছিলেন স্টোকস।সাজঘরে ফেরার পথে গ্যালারি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকজন সমর্থন কিছু একটা বলেন স্টোকসকে উদ্দেশ্য করে।মেজাজ হারান এই বিশ্বকাপ জেতানো অলরাউন্ডার। ড্রেসিংরুমের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার আগে দর্শকদের দিয়ে ধেয়ে গেলেন তিনি। এতেই রাগ কমেনি তার। সেই দর্শকদের গালিও দিলেন।আর টিভি ক্যামেরায় বেন স্টোকসের সেই আচরণের দৃশ্য ধরা পড়ে।

অবশ্য এমন আচরণের জন্য ক্ষমাও চান স্টোকস।দর্শকদের সঙ্গে কোনোভাবেই ওই ধরনের আচরণ ঠিক হয়নি স্বীকারও করেছেন স্টোকস।২৮ বছর বয়সী এই তারকা বলেন, "আউট হওয়ার পর টিভি ক্যামেরায় দৃশ্যে যেটি ধরা পড়েছে, সেটির জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আমি স্বীকার করছি যে আমার ভুল হয়েছে। আমার থেকে এমন অপেশাদার আচরণ আশা করা যায় না।স্টোকস যোগ করেন, দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ওই দর্শকদের সঙ্গে যেভাবে আমি কথা বলেছি, তার জন্য তাদের কাছে ক্ষমা চাইছি।সে সময় সরাসরি সম্প্রচারে টিভির সামনে বসে থাকা বিশ্বের সব তরুণ ভক্তের কাছেও ক্ষমা চাইছি।"ক্ষমা চাইলেও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না স্টোকস। আইসিসির আচরণবিধির ধারা অনুযায়ী, ম্যাচ চলাকালীন বাজে আচরণ করায় ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা গুণতে হচ্ছে স্টোকসকে। এর সঙ্গে ২ ডেমেরিট পয়েন্ট যোগ হতে পারে ক্যারিয়ারে।স্টোকসের সেই আচরণ বিষয়ে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) ডিরেক্টর অব ক্রিকেট অ্যাশলে জাইল বলেছেন, "স্টোকসের পক্ষ থেকে ওই ধরনের ব্যবহার কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। তার আচরণ সত্যিই হতাশ করেছে আমাদের।"

শেষ ১৬-এ রাফায়েল নাদাল পেলেন স্ট্রেট সেটে জয়

নিজের দেশ স্পেনের পাবলো কারেনো বুস্টাকে হেলায় হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শেষ ১৬-এ পৌঁছলেন কিংবদন্তী রাফায়েল নাদাল। স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিততে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি রাফাকে।শুরু থেকেই ম্যাচে প্রাধান্য বিস্তার করেন রাফায়েল নাদাল। স্বদেশী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম সেট ৬-১ গেমে জেতেন তিনি। দ্বিতীয় সেটও ৬-২ গেমে জেতেন নাদাল। তবে ম্যাচের তৃতীয় সেটে রাফাকে বেগ দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন বুস্টা। তবু সেই সেট ৬-৪ গেমে হেরে যান তিনি।অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডের অপর ম্যাচে বেলজিয়ামের ডেভিড গফিনকে হারিয়েছেন রাশিয়ার আন্দ্রে রুবলেভ। ম্যাচের প্রথম সেট ৬-২ গেমে জেতেন গফিন। টাইব্রেকারে দ্বিতীয় সেট জেতেন রুবলেভ। তৃতীয় ও চতুর্থ সেটও জেতেন রাশিয়ান।অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছেছেন ফ্রান্সের জায়েল মনফিলস। প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডে লাতভিয়ার আর্নেস্টস গুলবিসকে ৭-৬(৭-২), ৬-৪, ৬-৩ সেটে হারিয়েছেন মনফিলস। সুইজারল্যান্ডের স্টান ওয়ারিঙ্কা তৃতীয় রাউন্ড থেকে অবসৃত হন।

বিশ্বকাপের আগে ছিলেন নয়নের মণি, আজ ভুগছে অস্তিত্ব সঙ্কটে

দিকভ্রষ্ট প্রতিভা? নাকি ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসা তারকা? ভারতীয় ক্রিকেটে ঋষভ পন্থ ক্রমশ যেন এক ধাঁধা হয়ে উঠছেন!২২ বছরের জীবনে ২২ গজের রকমারি দিক দেখে ফেলেছেন তিনি। প্রশংসা-বিদ্রুপ-সাফল্য-ব্যর্থতা-উচ্ছ্বাস-হতাশা। জীবনের নানা দিক, চড়াই-উতরাইয়ের সাক্ষী তিনি। জীবন কখনও শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, আবার পর ক্ষণেই আছড়ে ফেলেছে রুক্ষ কঠোর জমিতে। সামনে কী, এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। যার উত্তর সম্ভবত ঋষভ পন্থের কাছেও নেই!একসময় তিন ফরম্যাটেই প্রথম এগারোয় নিশ্চিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। চিহ্নিত হচ্ছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনির উত্তরসূরি হিসেবে। অদ্ভুত হল, এই মুহূর্তে কোনও ফরম্যাটেই নিশ্চিত নন তিনি। কয়েক মাস পরেই অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তাতপর্যের হল, যে ঘরানায় তাঁকে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছিল, সেই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটেও এখন এগারোয় জায়গা হচ্ছে না তাঁর!একটু পিছনে যাওয়া যাক। ২০১৮ সালের অগস্টে ইংল্যান্ডে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল দিল্লির এ হ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের। ঋদ্ধিমান সাহার চোট দীনেশ কার্তিকের সামনে টেস্টের দরজা খুলে দিয়েছিল। আর কার্তিক প্রথম দুই টেস্টে ব্যর্থ হওয়ায় শিকে ছিড়েছিল পন্থের। যদিও স্কোয়াডে দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে ছিলেন কেএস ভরত। কিন্তু, ভরত নন, ব্যাটিংয়ের হাত ভাল হওয়ায় সুবাদে অভিষেক ঘটল ঋষভের। টেস্ট ক্রিকেটার হয়ে উঠলেন তিনি। টেস্টে তাঁর প্রথম স্কোরিং শটই ছিল সাড়াজাগানো ছয়। যেন ঘোষণা করেছিলেন আবির্ভাবের। ওভালে, সিরিজের শেষ টেস্টে প্রথম ভারতীয় উইকেটকিপার হিসেবে ইংল্যান্ডে টেস্ট সেঞ্চুরিও করলেন। যে ইনিংস টেস্টে তাঁর জায়গা পাকাপাকি করে তুলল। যদিও কিপার পন্থকে নিয়ে সংশয় থেকেই গেল। দুই টেস্টেই যে দিয়েছিলেন ৭০ বাই!২০১৯ সালের গোড়ায় অস্ট্রেলিয়া সফরেও টেস্টে এল সেঞ্চুরি। সিডনিতে অপরাজিত থাকলেন ১৫৯ রানে। কোনও ভারতীয় উইকেটকিপারের ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে শতরান নেই। ঋষভই হলেন ভারতীয় কিপারদের জগতে এই কীর্তিতে প্রথম পুরুষ। এই সফরে শুধু ব্যাটই কথা হলেনি, ঋষভের মুখও কথা বলেছিল লাগাতার। জবাবে পেলেন অজি অধিনায়ক টিম পেনের দেওয়া "বেবিসিটার" তকমা। যদিও স্লেজিং, কথা-কাটাকাটির দুনিয়াকে পিছনে ফেলে পেনের সন্তানকে কোলে নিয়ে সত্যিকারের "বেবিসিটার" হয়ে উঠেছিলেন পন্থ!এর পর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ। যেখানে গ্যালারি থেকে "ধোনি ধোনি" আওয়াজ শুনতে হল একটানা। বিদ্রুপের সঙ্গে সেই পরিচয়। যা চলছে এখনও। ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারে ব্যাটিং খুব সহজও ছিল না। হয়, ইনিংস মেরামতের কাজ, নয়তো শুরু থেকেই চালানো।ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ছিলেন না গোড়ায়। কিন্তু শিখর ধওয়নের চোট এনে দিল সুযোগ। লিগ পর্যায়ে তেমন দরকার পড়েনি। কিন্তু সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কঠিন পরিস্থিতিতে ম্যাচ জেতানোর দায়িত্ব পড়ল ঘাড়ে। পরিত্রাতা হলেই নিশ্চিত নায়ক হতেন। কিন্তু পারলেন না। এক ঘন্টারও বেশি সময় ক্রিজে থেকে চালালেন লড়াই। কিন্তু তার পর সংযম হারিয়ে বিপক্ষের স্পিনারকে মারতে গিয়ে দিলেন ক্যাচ। ড্রেসিংরুমে সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা ধরল উত্তেজিত অধিনায়ক বিরাট কোহালিকে। ধরা পড়ল শুধু ক্রিকেটপ্রেমীরাই নন, ড্রেসিংরুমেও চলছে পন্থের মুণ্ডপাত।ধোনির ছুটি ক্রমশ লম্বা হতে থাকায় বিশ্বকাপের পর লাগাতার খেলে যেতে থাকলেন ঋষভ। কিন্তু ধারাবাহিক হতে পারলেন না। বরং ক্রমশ বাড়তে লাগল বিদ্রুপের পরিমাণ। শুনতে হল ধোনির জয়ধ্বনি। স্টাম্পের সামনে হাত বাড়িয়ে বল ধরার ঘটনাও ঘটল। অধিনায়ক বিরাট কোহালি ও সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা একসময় আবেদন জানাতে বাধ্য হলেন ক্রিকেটপ্রেমীদের উদ্দেশে যে, রেহাই দিন ঋষভকে, থাকতে দিন নিজের মতো!

এর মধ্যে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট দল থেকে বাদ পড়লেন তিনি। ঋদ্ধিমান সাহার উন্নতমানের কিপিং চোখে আঙুল দিয়ে যেন তফাতটা দেখিয়ে দিল। টেস্ট কিপিংয়ে কতটা পিছিয়ে, দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হল তা। ঋষভ ফিরে গেলেন শুরুর দিনগুলোয়। কোচ তারক সিন্হার তত্ত্বাবধানে আলাদা খাটাখাটনিও করলেন। ছোট ফরম্যাটে রানও পেলেন। কিন্তু দলের ভরসা হয়ে উঠতে পারলেন না। দুঃসময়ে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসার অভিযোগকে গ্যালারিতে আছড়ে ফেলতে পারলেন না।নতুন বছরের গোড়ায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে একদিনের সিরিজে পরিস্থিতি আরও খারাপ হল। মুম্বইয়ে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ব্যাট করতে নেমে মাথায় চোট পেলেন ঋষভ। কনকাসন হল তাঁর। লোকেশ রাহুলকে কিপিং করতে হল বাধ্য হয়ে। চর্চা শুরু হল, দেশেই বাউন্সারে মাথায় লাগা মানে তো ব্যাটিংয়ের টেকনিকও গিয়েছে!রাজকোটে পরের ম্যাচে কিপার হিসেবেই খেললেন লোকেশ রাহুল। কিপার হিসেবে ভরসা তো দিলেনই। ব্যাট হাতেও পাঁচ নম্বরে নেমে ৫২ বলে করলেন বিস্ফোরক ৮০। হলেন ম্যাচের সেরা। উইকেটকিপার ও ব্যাটসম্যান, দুই ভূমিকাতেই ঋষভের জায়গা কার্যত দখল করে নিলেন রাহুল।নিউজিল্যান্ড সফরে শিখর ধওয়ন চোটের জন্য যেতে না পারলেও পাল্টাল না পরিস্থিতি। একটা জায়গা ফাঁকা ঠিকই হল মিডল অর্ডারে। কিন্তু, টি-টোয়েন্টি সিরিজে সেই জায়গায় বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে মণীশ পাণ্ডের উপর আস্থা রাখল টিম ম্যানেজমেন্ট। কিপার রাহুলের পক্ষে সওয়াল করলেন বিরাটও। ক্লাস ফাইভের ক্রিকেটশিক্ষার্থীর কাছেও স্পষ্ট হল যে, কিপার হিসেবে রাহুলকেই খেলাতে চাইছে দল।এই মুহূর্তে ঋষভ অস্তিত্বের সঙ্কটে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর পরের ম্যাচ যে কবে হতে পারে, তা কারও জানা নেই। বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার ও প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "সেভেনের ছাত্রকে নাইন-টেনের অঙ্ক কষতে দিলে যা হয়, তাই হয়েছে ঋষভের। ওর উচিত অবিলম্বে দেশে ফিরে এসে রঞ্জি ট্রফি খেলা। আর ভারতের বিশ্বকাপের দলে চার নম্বরে শ্রেয়াস নিশ্চিত। ব্যাটসম্যান ও ফিল্ডিংয়ের জন্য মণীশ পাণ্ডেকেও সবসময় খেলানো উচিত। আর রাহুল তো মেকশিফট কিপার হিসেবে একেবারেই ঠিকঠাক। এই ফরম্যাটে বড় জোর ১০টা বল ধরতে হয় কিপারকে। কিপারের কাজ হল দৌড়ে স্টাম্প পর্যন্ত আসা। রান-আউটের সুযোগ নেওয়া। এগুলো দক্ষতার সঙ্গে ও করছে। আর স্টাম্পিংয়ের সুযোগ থাকছে কুলদীপ বা চহালের বলে। না ঘুরলে জাডেজার বলে স্টাম্পিং সম্ভব না। ও সেটাও করছে।

পাশাপাশি, স্টেপনি হিসেবে ব্যাটিং অর্ডারে এক থেকে পাঁচ, সর্বত্র নামানো যায়। বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজে পর খুব বেশি টি-টোয়েন্টি বাকি নেই। তাই ঋষভকে থ্যাঙ্ক ইউ বলতেই হবে ভারতকে। যেটা আগেই বলা উচিত ছিল।"ঋষভের জন্য বিসর্জনের বাজনা শুনতে পাচ্ছেন দেশের আর এক প্রাক্তন উইকেটকিপার সদানন্দ বিশ্বনাথও। ভারতীয় ক্রিকেটে যিনি নিজেও নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রতিভা হিসেবেই পরিচিত। সে জন্যই সমব্যথী তিনি। ঋষভের জন্য তাঁর পরামর্শ, "হাল ছাড়লে চলবে না। কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে ঋষভকে। ধৈর্য ধরতে হবে।"টিম ম্যানেজমেন্টের যদিও দোষ দেখছেন না তিনি। কারণ, দলের ভারসাম্যেই জোর দেওয়া হয়েছে। উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে রাহুল তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য। আর বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবেও মণীশই পাচ্ছেন দলের ভোট। সদানন্দ বিশ্বনাথের কথায়, "রাহুল অসম্ভব প্রতিভাবান। আর মণীশ টি-টোয়েন্টিতে মিডল অর্ডারে নিয়ে ফেলেছে ঋষভের জায়গা। বিরাট কোহালি বরং পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে খেলাতে পারে ঋষভকে। কারণ, রাহুলকে দিয়ে একদিনের ম্যাচেও কিপিং করানো বড্ড বেশি চাপ দেওয়া হবে। রানও করবে, কিপিও করবে, এতটা আশা না করাই ভাল। তা ছাড়া চোটও পেয়ে যেতে পারে তো।

তাই ওয়ানডে ক্রিকেটে আমি ঋষভকে কিপার হিসেবে দেখতে চাইছি। তবে এটা পুরোটাই নির্ভর করছে রবি শাস্ত্রী-বিরাট কোহালির ভাবনাচিন্তার উপর।"গুরুত্বপূর্ণ হল, টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা কোন সরণিতে ছুটছে, তার ইঙ্গিত মিলেও গিয়েছে। সেই সরণিতে পন্থের জন্য কোনও স্বস্তির স্টেশন অন্তত এই মুহূর্তে নেই। বরং সাগরের উথাল-পাথাল ঢেউয়ের সওয়ারিই দেখাচ্ছে তাঁকে। যার দায় আবার পুরোপুরি তাঁরই!

শনিবার রাজ্য ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিশালগড় মণ্ডলের উদ্যোগে বুথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। বিশালগড় মণ্ডলের উদ্যোগে শনিবার বিশালগড় টাউন গার্লস স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় বুথ কনভেনশন। বুথ কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য, যুব মোর্চা সভাপতি টিংকু রায়, বিশালগড় বিজেপি মণ্ডল সভাপতি সুকান্ত দেব, সিপাহীজলা উত্তর বিজেপি সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বিশালগড় বিধানসভাধীন ৬০টি বুথের সমস্ত প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

বিশালগড় বিজেপি মণ্ডল আয়োজিত এদিনের বুথ কনভেনশনের শুরুতেই দলীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং জাতীয় সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের নিজেদের মধ্যে সৎসঙ্গ ধরে রাখতে হবে। সৎসঙ্গকেই জীবনের পাথেয় করতে হবে। এদিন সমস্ত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দিক নির্দেশমূলক বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে রাজ্য যুব মোর্চা সভাপতি টিংকু রায় বলেন, আমরা যদি সুসংগঠিত হয়ে কাজ করি তাহলে প্রকৃত অর্থেই আমরা একটি সুসংগঠন গড়ে তুলতে পারব। তিনি বলেন, বিজেপিকে বিগত নির্বাচনে রাজ্যের জনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার কারণেই আমরা বিগত দিনের অপশাসন থেকে মুক্তি পেয়েছি।

এদিন, বিশালগড় মণ্ডল সভাপতি সুশান্ত ঘোষ তার বক্তব্যের শুরুতেই উপস্থিত সকল অতিথি সহ ৬০টি বুথ থেকে আগত সকল প্রতিনিধিদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি এদিনের সাংগঠনিক বৈঠকের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। বুথ কমিটি গঠন থেকে শুরু করে আগামী দিনের কর্মসূচী সম্পর্কেও তারা বক্তব্যে তুলে ধরেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিশালগড় থেকে পদ্মফুল ফুটিয়ে বিধানসভায় প্রতিনিধি পাঠানো হবে বলেও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এদিনের কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা আইনজীবী নীতাই চৌধুরীও ।

তিনি বুথ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন বিশালগড়ে বিজেপিকে জয়ী করার জন্য প্রত্যেককেই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। কনভেনশনে বিজেপি নেতা কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

আমতলিতে ফাঁসিতে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ।। আগরতলা পূর্ব থানা এলাকায় খয়েরপুর আমতলি বাইপাস রুট সংলগ্ন এলাকায় এক মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিকে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তার নাম মিন্টু রায়। নিজঘর থেকেই তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্টের পুলিশ। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ব্যক্তি রোগ যন্ত্রণায় ভুগছিল। রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে ওই ব্যক্তি। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

রাজধানীতে চেম্বার থেকে আইনজীবী বিদ্যুৎ ঘোষের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারী।। রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগরস্থিত ব্যানার্জীপাড়ায় নিজের চেম্বার থেকে আইনজীবী বিদ্যুৎ ঘোষের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ রক্তাক্ত অবস্থায় চেম্বারে মৃতদেহটি পড়ে রয়েছিল। খবর পেয়ে পূর্ব থানার পুলিশ চেম্বার থেকে আইনজীবী বিদ্যুৎ ঘোষের নিথর দেহ উদ্ধার করে তার নাকে-মুখে রক্তের ছাপ মিলেছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। রাজধানী আগরতলা শহরে আইনজীবী মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ ঘোষ এক সময় বিজেপির নেতা ছিলেন। পরে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তারপর তিনি কংগ্রেস দলে যোগদান করেন।

১৮ দিনব্যাপী শিল্পমেলা শুরু ২৯শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় ১৮ দিনব্যাপী শিল্প মেলা আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শিল্প ও বাণিজ্য দফতর এবং টিআইডিসিএল-এর যৌথ উদ্যোগে ওই মেলা শুরু হবে। চলবে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের অধিকর্তা ড় পি কে গোয়েল জানিয়েছেন, ১৮ দিনব্যাপী ওই শিল্প মেলায় ৩০০টি স্টল খোলা হবে। সেখানে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্টল বসবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা প্রস্তাবিত শিল্প মেলায় অংশ নেবেন। তিনি আরও জানান, ওই মেলায় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুখি কর্মসূচি তুলে ধরা হবে। গোয়েল বলেন, প্রতিদিন বিকাল সাড়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবসে সিএএ নিয়ে আমেরিকায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

ওয়াশিংটন, ২৫ জানুয়ারি(হি.স) : ভারতের রাজধানী দিল্লির রাজপথে যখন দেশের ৭১ তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হবে, তখন আমেরিকা জুড়ে ভারতীয়রা নয়া নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামছে। আমেরিকার মোট ৩০টি শহরে ২৬ জানুয়ারিতে এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদ হবে। এদিনকে প্রবাসী ভারতীয়দের একাংশ 'ডে অব অ্যাকশন' হিসেবে পালন করবেন। আমেরিকা জুড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রতিবাদ চলছিলই। গত রবিবারও আটলান্টা, নিউ জার্সিতে একই কারণে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। এবার প্রতিবাদ জানানো হবে ভারতীয় দূতাবাসগুলির সামনে। নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, হিউস্টন, অ্যাটলান্টা, শিকাগো, সান ফ্রান্সিসকো, সিয়াটল, অস্টিন, ডেট্রয়েট, উইসকনসিন, সিনসিনাটি, ডেনভার, মিনিয়াপোলিস, লস অ্যাঞ্জেলেস-সহ ৩০টি শহরে এই প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুতি চলছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হবেন হোয়াইট হাউসের দক্ষিণে পেনসিলভ্যানিয়া অ্যাভিনিউয়ের দিকে। সেখান থেকে যাওয়া হবে ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউয়ে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে। নিউ ইয়র্কের প্রতিবাদে যোগ দেবেন সোমাদিত্য কর। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে চাকুরিরত সোমাদিত্য ইতিমধ্যেই বানাতে শুরু করেছেন নাগরিকত্ব আইন, এনআরসি, এনপিআর-বিরোধী পোস্টার। পোস্টারগুলি নিয়ে এই রবিবার তিনি যোগ দেবেন প্রতিবাদে।তিনি জানালেন, আইনের বিরোধিতা করলে পুলিশি বর্বরতার মুখে পড়তে হচ্ছে। মৃত্যুর ঘটনায়ও ঘটেছে। এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানানো হবে। তিনি বললেন, "আইনটি ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্রকে নষ্ট করতে চাইছে। সাম্প্রদায়িকতা কোনও রাজনৈতিক মত হতে পারে না। ধর্ম বা জাতের নামে সংখ্যালঘু খুন ও ধর্ষণের মতবাদ প্রচার করা সমাজবিরোধীদের কাজ।"

বিএসএফ-বিজিবি'র শুভেচ্ছ বিনিময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। ভারতের ৭১তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেসের সীমান্তবাহিনী বিজিবির হাতে মিষ্টি তুলে দিয়ে সৌহাদ্যের বার্তা দিল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। শনিবার অপরাহ্নে আখাউড়া চেকপোস্টে নো ম্যানস ল্যান্ডে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠঅনের মধ্য দিয়ে বিজিবি জওয়ানদের হাতে মিষ্টি তুলে দেয় বিএসএফের জওয়ানরা। এটি উভয় দেশের মধ্যে দীর্ঘকালের ঐতিহ্য। বিজিবির জওয়ানরা সৌহাদ্যের বার্তাবহ মিষ্টিগ্রহণ করে বলেন, প্রতিবেশী দুই দেশের জনগণ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে এ ধরনের উদ্যোগ সুসম্পর্ককে আরও নিবিড় করবে। উভয় তরফেই প্রতিপক্ষের সুখ সম্বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়।

ঐক্যতান যুব সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ।। রাজধানী আগরতলার শান্তিপাড়াস্থিত ঐক্যতান যুব সংস্থার উদ্যোগে এবং কলকাতার আমরি হাসপাতালের সহায়তায় শনিবার শান্তিপাড়ায় এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক আশিস কুমার সাহা, কাঠিয়াবাবা স্কুলের অধ্যক্ষ ধনঞ্জয় দাস প্রমুখ। শান্তিপাড়ায় আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন, এরাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার অপ্রতুলতা রয়েছে তা সবাই জানেন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার আমূল পরিবর্তন ঘটানোয় আন্তরিক চেষ্টা করে গেছেন। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রয়াসেই শান্তিপাড়ায় এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মনের ভূয়সী প্রশংসা করে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন, তিনি রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিউরো পরিষেবা যুক্ত করে রাজ্যবাসীর জন্য পরিষেবার সুযোগ বৃদ্ধি করেছিলেন। স্বাস্থ্য পরিষেবায় আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ধীরে ধীরে এই রাজ্যের মানুষ এর সুফল ভোগ করছেন। সরকার নতুন দিশায় এই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরে হয়তো রোগীরা চিকিৎসায় বড় ধরনের কোন সুযোগ পাবেন না, তবে রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা ধারণা লাভের সুযোগ মিলবে। রোগ সম্পর্কে সচেতন হওয়াই নিরাময়ের অন্যতম উপায় বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সুদীপ বাবু বলেন, আমরা যা উপার্জন করি তার ৪০ শতাংশই ব্যয় হয় চিকিৎসাখাতে। এই খরচ কমানো সম্ভব হলে দেশের অর্থনীতি ও পারিবারিক আর্থিক সম্বৃদ্ধি ঘটবে বলে উল্লেখ করেন সুদীপবাবু। স্বাস্থ্য শিবিরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

২২ মাসে গ্রামীণ এলাকায় ৩০ ৬৬৪টি জলের সংযোগ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে : মন্ত্রী রতনলাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। মাত্র ২২ মাসেই বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ৩০,৬৬৪টি বিনামূল্যে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অথচ ২৫ বছরের বাম শাসনে গ্রামীণ এলাকায় ১৯,৭৪২টি জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ওই জলের সংযোগ নিতে টাকা খরচ করতে হয়েছে গ্রামবাসীদের। বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে গিয়ে শনিবার এভাবেই পূর্বতন সরকারকে বিঁধেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

মন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় ৮৭২৩টি জনবসতি এলাকা রয়েছে। তার মধ্যে ৬১৫৮টি জনবসতি এলাকায় জল পৌঁছে গেছে। তবে, ২৫৫৩টি এলাকায় আংশিকভাবে জল পৌঁছলেও ১২টি জনবসতি এলাকায় এখনও জল পৌঁছায়নি। মূলত, সেখানে জলের কোনও সূত্র মিলেনি। তিনি বলেন, ২২ মাস বয়সি সরকার বিনামূল্যে সকলের ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই অটল জলধারা মিশনের অন্তর্গত ১০০ শতাংশ বাড়িঘরে ২০২০ সালের মধ্যে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকায় ২৫ বছরের শাসনে পূর্বতন সরকার ১৯,৭৪২টি জলের সংযোগ প্রদান করেছে। ওই সংযোগ নিতে গ্রামবাসীদের টাকা খরচ করতে হয়েছে। অথচ বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার বিনামূল্যে ৩০,৬৬৪টি জলের সংযোগ প্রদান করেছে। শহর এলাকায় ৪৮০৬টি বিনামূল্যে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের শহর এলাকায় ৪২৫০০ টি পাড়ায় পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দিয়েছে। তেমনি গ্রামীণ এলাকায় ৬৯৩৭৭টি পাড়ায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

নির্ভয়া মামলা: ক্ষমাভিক্ষার আবেদন খারিজকে চ্যালেঞ্জ সুপ্রিম কোর্টে মুকেশের

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি(হি.স) : রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমাভিক্ষার আবেদন খারিজ হওয়ার পরে নির্ভয়া কান্ডের দোষী মুকেশ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। সেই ক্ষমাভিক্ষার আবেদন খারিজ করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাল হল শীর্ষ আদালতে। পাশাপাশি ১ ফেব্রুয়ারি জারি হওয়া ফাঁসির আদেশ স্থগিতের দাবি জানানো হয়েছে। গত ১৭ জানুয়ারি আদালত চার আসামিকে ১ ফেব্রুয়ারি সকাল ছটায় ফাঁসি দেওয়ার আদেশ জারি করেছিল। গত ২০ জানুয়ারি আদালত পবনের আবেদনও খারিজ করেছিল। শনিবার পতিয়ালা হাউস আদালত নির্ভয়া গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

বর্ডার গোলচক্করে আরও এক শিশুশ্রমিক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ।। রাজধানীর বর্ডার গোলচক্কর এলাকা থেকে শনিবার আরও এক শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্ত অটো মোবাইলসের দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। রাজধানীর বর্ডার গোলচক্কর এলাকার একটি অটো মোবাইলসের দোকান থেকে এক শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে। শিশুটির বাড়ি কুমারঘাটে। দিনদরিদ্র পরিবারের শিশুটিকে মেমো নামধারী এক ব্যক্তি নিয়ে আসে অটো মোবাইলের দোকানে কাজ করার জন্য। সচেতন নাগরিকরা বিষয়টি চাইল্ড লাইনকে জানান। চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলার সুতপা হোমরায় পুলিশ এবং ত্রিপুরা সিসিও কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারপার্সন সহ অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে অটো মোবাইলের দোকানে হানা দেন। তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন কি নির্দয়ভাবে শিশুটিকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। শিশুটিকে উদ্ধার করে সমাজকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে হোমে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত অটো মোবাইলের দোকান মালিকের

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।